493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/9433387953

www.facebook.com/alipur.barta.5

সাপ্তাহিক

আলিপুর বার্তা

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া ফোন (০৩৩) ২৬৪১-৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,২৬ সংখ্যা, ৫ বৈশাখ-১১ বৈশাখ,১৪২০ঃ ১৯ এপ্রিল-২৫ এপ্রিল,২০১৪,Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.26, April 19-25 April, 2014 ১৬ পাতা মূল্য ৩টাকা

লোকসভা নির্বাচন: রাজ্যজুড়ে বিভ্রান্তির হাওয়া

ওঙ্কার মিত্র

দুর্নীতিগ্রস্থ, ব্যর্থ কংগ্রেসকে এবার হঠাতেই হবে। দাঙ্গা কলঙ্কিত, সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে আসতে দেওয়া যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রভাবশালী তৃণমূল লড়াইতে সামিল, প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান এ-রাজ্যের জন্য নয়। এতেও কোনও বিভ্রান্তির অবকাশ ছিল না। কিন্তু এর পাশাপাশি যখন বলা হচ্ছে রাজ্যের আর্থিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকতে হবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে

হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রে বিজেপি ও কংগ্রেসই বৃহত্তম শক্তি হতে চলেছে। অথচ তৃণমূল ও সিপিএম দু'দলকেই প্রত্যাখান করে নির্ণায়ক হবার কথা বলছে। সিপিএম অবশ্য ইতিমধ্যেই বুদ্ধবাবুকে দিয়ে কংগ্রেসকে বার্তা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভোট প্রচার ঘেঁটে দিচ্ছে পুরো রাজনীতিটাকে। একদিকে বিজেপি-কংগ্রেসকে চাই না আবার অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ণায়ক হয়ে বাংলার উন্নতি চাই - এই যাঁতাকলে আটকে গিয়েছে বাঙলার জনমত।

এরমধ্যে আবার কংগ্রেস ও সিপিএমের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মানুষকে

এভাবে চলতে থাকলে রাজ্যের আর্থিক উন্নতি তো দূরঅস্ত বরং রাজনীতির ফাঁসে আরও দম বন্ধ হয়ে আসবে এ-রাজ্যের।

কংগ্রেস ও সিপিএমের এ-ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। মনে মনে যতই সংশয় থাক দু'দলই চায় কেন্দ্রে এমন বিকল্প সরকার হোক যার নির্ণায়ক শক্তি হবে এরা। আবার বাংলার আপামর জনগণও বুঝে নিয়েছে আমরা তৃতীয় হওয়ার হবে তখনই রাজ্যবাসীর মধ্যে তৈরি হচ্ছে চরম বিভ্রান্তি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফেডারেল ফ্রন্ট, প্রকাশ কারাতের তৃতীয় বিকল্পের ফানুস চুপসে যেতেই বিভ্রান্তিটা আরও তীব্রতর হয়েছে। এটা পরিষ্কার আরও ভাবাচ্ছে। ফলে এ রাজ্যের মানুষ বিজেপির মধ্যে বিকল্প দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু এখানেও কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দার্জিলিং-এ গোর্খাদের

(এরপর দশের পাতায়)

সাতগাছিয়া-বিষ্ণুপুরে পানীয় জলের হাহাকার: ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের

কুনাল মালিক ● আলিপুর

গরম যত বাড়ছে দক্ষিণ শহরতলীর বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া এলাকায় পানীয় জলের হাহাকার ততই বাড়ছে। অথচ এই এলাকার মধ্যে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ডোঙারিয়ায় এশিয়ার বৃহত্তম আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল প্রকল্পের অবস্থান। পাইপ লাইনের মাধ্যমে সাতগাছিয়া-বিষ্ণুপুর এলাকায় জল সরবরাহ করা হয়েছে। প্রথম দিকে রাস্তায় রাস্তায় ট্যাপ কল থেকে মানুষ জল নিত। তখন অতটা সমস্যা হয়নি। ২০০৪ সালে বাড়ি বাড়ি জলের সংযোগ দেওয়া হয়। তখন ২৫০০ টাকার বিনিময়ে সংযোগ পাওয়া যেত। পরবর্তী সময়ে মাত্র ৫০০ টাকার বিনিময়ে সংযোগ দেওয়া হয়। কিছুদিনের মধ্যেই জলের গ্রাহক সংখ্যা প্রতিটি ব্লকেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু জলের উৎপাদন বাড়ানো হয়নি। পরিশুদ্ধ পানীয় জল বাড়িতে স্নানের জন্য ও নার্শারিতে

(এরপর দশের পাতায়)

সংখ্যালঘু নির্যাতন বাংলাদেশে অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশকিছু দিন আগে এক বাংলাদেশী কুটনীতিবিদের সঙ্গে কথা হওয়ার সময় তিনি বলছিলেন, বাংলাদেশের গ্রামের চেহারা ব্যাপকভাবে বদলে গিয়েছে। আগে যেসব গ্রামে মাটির ছোট কুঠির ছাড়া কিছুই ছিল না এখন সেখানে অজস্র তিনতলা দালান বাড়ি। আসলে সাধারণ মানুষের অবস্থার এই উন্নতির পিছনে যেমন আমেরিকা প্রবাসী অজস্র বাংলাদেশী শ্রমিক রয়েছেন তেমনি আরব দেশগুলিতে চাকুরিরত বাংলাদেশী পুরুষেরাও রয়েছেন। কিন্তু ঘটনা শুধু এখানে সীমাবদ্ধ থাকলে তো আনন্দিত হওয়ার মতো ঘটনাই ঘটত। আমাদের প্রতিবেশী একটি উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্রসীমায় থাকা মানুষের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এর থেকে আনন্দের কিছু নেই। কিন্তু তলে তলে যে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে চলেছে তা হল আরব দেশগুলিতে ঘাঁটি গেড়ে থাকা মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদ বিস্তারের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন। চলতি কথায় যাকে পেট্রো-ডলার বলা হয় তার রমরমায় ক্রমশ নখদন্ত বিস্তার করছে মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সমস্তরকম ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে বাঙালির জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানে যার সূচনা হয়েছিল তারও দু'দশক আগে ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনে। আজকের বাংলাদেশের তরুণ সমাজ শাহবাগ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে তারা ধর্মীয় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের উন্নয়নের পক্ষে। কিন্তু মৌলবাদী শক্তিগুলি একটু একটু করে থাবা বিস্তার করছে প্রত্যন্ত জেলা-গ্রামগুলিতে। সম্প্রতি এই দেশের দশক জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপি-সহ ১৮ দলের জোট বাংলাদেশে বনধ-অবরোধ করে জনজীবনে স্তব্ধতা আনার পাশাপাশি হিন্দুদের উপরে নির্যাতন শুরু করে বলে বহু মহল থেকে অভিযোগ ওঠে। ১৩ জানুয়ারি কলকাতার এক দৈনিকে ওই দেশের মুক্তি সংগ্রামী ও শিল্পী শাহরিয়ার কবির লেখেন, 'মনে রাখতে হবে জামায়াতের গড ফাদার আইএসআই'।

বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা একদা ওই দেশের সামরিক প্রধান ও পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপ্রধান জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানী ও মৌলবাদী জঙ্গিদের মদত পুষ্ট ব্যক্তিদের ওই দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় রমরমা শুরু হয় বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মত প্রকাশ করেন। ২০০১ সালে জিয়াউর রহমানের বিধবা স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার

পর থেকেই সে দেশে বিশাল সংখ্যক পাকিস্তানী গোয়েন্দার উপস্থিতির অভিযোগ উঠতে থাকে। এ-প্রসঙ্গে আমেরিকার নিউইয়র্ক কোস্ট লিখেছিল, 'বাংলাদেশে চেষ্টা চলছে শরিয়ত ভিত্তিক সংবিধান সহ ইসলামী রিপাবলিক অফ বাংলাদেশে গড়ে তোলার।' টাইম পত্রিকায় লেখা হয়, 'এক বিশাল আলকায়দা দল ঢাকায় এসেছে। আমেরিকার সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধে বাংলাদেশ এক নতুন বিপদজনক ফ্রন্ট হয়ে উঠতে পারে।'

(এরপর দশের পাতায়)

একমাত্র যাদবপুর কেন্দ্রে বসছে ভি ভি প্যাট

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র দঃ ২৪ পরগণা জেলার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি বুথে ই ভি এস যন্ত্রের সঙ্গে ভি ভি প্যাট নামে বিশেষ প্রযুক্তির যন্ত্র লাগানো হচ্ছে। এর ফলে ভোটাররা যে প্রতীকে ভোট দেবেন, তিনি যদি মনে করেন তার ভোট ঠিক জায়গায় পড়েনি, তাহলে তিনি শর্তসাপেক্ষে তা দেখতে পারেন।

ভোট দেবার পর এই যন্ত্রটি একটি প্রিন্ট দেবে। সারা ভারতবর্ষে লোকসভা নির্বাচনে সাতটি কেন্দ্রে এই প্রযুক্তি লাগানো হচ্ছে, ১৮ এপ্রিল দঃ ২৪ পরগণার অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) এ লাটুয়া ভি ভি প্যাট সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন।

উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক কাজল ভট্টাচার্য।

কাজের খবর

ডব্লুবিসিএস'এ আবেদনের সময় কোন দিকে নজর রাখবেন

শুরু হয়ে গিয়েছে এই পরীক্ষা অনলাইন আবেদনের কার্যক্রম।

যোগ্যতা: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই আবেদন করতে পারেন তবে বাংলা লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতে হবে।

বয়স: গ্রুপ এ, সি ও ডি-এর ক্ষেত্রে বয়স ১ জানুয়ারি ২০১৪তে ২১-৩২ এর মধ্যে। এবং গ্রুপ বি'র ক্ষেত্রে ২০-৩২ এর মধ্যে। তপশিলিরা ৫ বছর ও ওবিসিরা ৩ বছর ছাড় পাবেন। শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ৪৫ বছর বয়স অবধি আবেদন করতে পারবেন।

প্রিলি পরীক্ষার সেন্টার কোড: কলকাতা (উত্তর)-০১, কলকাতা (দক্ষিণ)-০২, বারুইপুর-০৩, ব্যারাকপুর-০৪, বারাসত-০৫, হাওড়া-০৬।

গ্রুপ বাছাই: প্রার্থীরা একাধিক গ্রুপে আবেদন করলে অগ্রাধিকার অনুযায়ী এ, বি, সি, ডি উল্লেখ করতে হবে। বি গ্রুপ অর্থাৎ পুলিশ সার্ভিসের ক্ষেত্রে পুরুষপ্রার্থীদের উচ্চতা হতে হবে ১৬৫ সেমি., মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি.। গ্রুপ সি'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যানাল অফিসারের ক্ষেত্রে যেহেতু গ্রামের বিভিন্ন অফিসে যাতায়াত করতে হবে তাই সাইকেল জানা চাই। গ্রুপ সি'র ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে যেহেতু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, মূক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী তাই এই প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ নেওয়ার সার্টিফিকেট থাকা আবশ্যিক।

আবেদন ফিজ ২১০ টাকা। তপশিলি ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ফিজ লাগবে না।

আবেদন পদ্ধতি: www.pscwbonline.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে ওয়ানটাইম রেজিস্ট্রেশন স্কিম অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যদি প্রার্থী পিএসসি'র অন্য কোনও পরীক্ষার জন্য এই স্কিমে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে থাকেন তাহলে আর দ্বিতীয়বার এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে না। আগেকার রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমেই অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। মনে রাখবেন, আপনার স্ক্যান করা ফটো ও সই দুটোই জেপিজি ফর্ম্যাটে ২০-৫০ কেবি. পিক্সেলের মধ্যে আপলোড করবেন। ওয়ানটাইম রেজিস্ট্রেশন যারা প্রথমবার করছেন তারা ফর্ম ফিলাপের শেষে রেজিস্ট্রেশন বটম ক্লিক করলে একটি লিঙ্ক মিলবে। যেখান থেকে পূরণ করা রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি ডাউনলোড করা যাবে। সেখানে দুটি অপশন পাওয়া যাবে, একটি কনফার্ম, অন্যটি ব্যাক। যদি আবেদনপত্রের তথ্যের কোনও সংশোধন করতে হলে ব্যাক বটম ক্লিক করতে হবে। কনফার্ম বটম ক্লিক করলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। ফর্মে ই-মেল আইডি দেওয়া থাকলে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড মেল করে দেওয়া হবে। ফর্মটি একবারই ডাউনলোড করা যাবে, ফলে ফর্ম পূরণের পরই সেটি ডাউনলোড করবেন। না হলে পরবর্তীকালে আর ডাউনলোড করতে পারবেন না।

কীভাবে চূড়ান্ত আবেদন করবেন: ওয়ানটাইম রেজিস্ট্রেশন করা হলে, হোম পেজের ডানদিকে ক্যান্ডিডেট্স কর্নার প্যানেলের অধীনে থাকা নিজের অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে। এখানে ক্লিক করলে একটি পেজ খুলবে, যেখানে রেজিস্ট্রেশন আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করতে হবে। এরপর পরীক্ষার তালিকা দেখতে পাবেন। এই তালিকা থেকে ডব্লুবিসিএস বেছে নিয়ে তার 'অ্যাপ্লাই নাউ' অপশনে ক্লিক করলে আবেদনপত্র পাবেন। এর ছ'টি ধাপ আছে। প্রথম ধাপে পরীক্ষার সব তথ্য বা সিলেবাস পাবেন। এবার নেকস্ট বটম ক্লিক করে নিজের সব তথ্য দেবেন। যা ওয়ানটাইম রেজিস্ট্রেশনের সময় দিতে হয়েছিল। এছাড়া ছবি ও স্বাক্ষর এডিট করতে হবে। তৃতীয় ধাপে নিজের ঠিকানা দিতে হবে। চতুর্থ ধাপে শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য দিতে হবে। পঞ্চম ধামে প্রিলি পরীক্ষার কেন্দ্র, বিষয় ও ঐচ্ছিক বিষয় উল্লেখ করতে হবে। ষষ্ঠ ধাপে ফর্ম সাবমিট করতে হবে।

ফিজ জমা দেওয়ার পদ্ধতি: নেট ব্যাঙ্কিং অথবা অফলাইনে জিআরইপিএস-এর মাধ্যমে টাকা জমা দেবেন। অফলাইনে নির্দিষ্ট চালানের মাধ্যমে ফিজ জমা দিতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিট করার পর অফলাইনে পেমেন্ট মোডে ক্লিক করলে চালান পাওয়া যাবে।

শেষ তারিখ: অনলাইন আবেদন করতে পারবেন ৩০ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত। কিন্তু ফিজ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৮ এপ্রিল।

হেল্পলাইন নম্বর: আবেদন সংক্রান্ত যে কোনও ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে - ০৩৩ ২৪৬৩ ২২৬২ এবং ০৩৩ ২৪৬৫ ০৭৭৯। যেকোনও সরকারি কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই সুবিধা পাবেন। অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় অফসনাল বিষয়ের কোড নম্বর দেবেন। বাংলা -০১, হিন্দি-০২, সংস্কৃত-০৩, ইংলিশ -০৪, পালি-০৫, আরবি-০৬, পার্সি-০৭, ফ্রেঞ্চ-০৮, উর্দু-০৯, সাঁওতালি-১০, কম্প্যারেটিভ লিটারেচার-১১, এগ্রিকালচার-১২, অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স-১৩, অ্যানথ্রোপলজি-১৪, বটানি-১৫, কেমিস্ট্রি-১৬, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-১৭, কমার্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেন্সি-১৮, কম্পিউটার সায়েন্স-১৯, ইকনমিক্স-২০, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২১, জিওগ্রাফি-২২, জিওলজি-২৩, হিস্ট্রি-২৪, ল-২৫, ম্যাথমেটিক্স-২৬, ম্যানেজমেন্ট-২৭, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-২৮, মেডিকেল সায়েন্স-২৯, ফিলজফি-৩০, ফিজিওলজি-৩১, ফিজিক্স-৩২, পলিটিক্যাল সায়েন্স-৩৩, সাইকোলজি-৩৪, সোশিওলজি-৩৫, স্ট্যাটিস্টিক্স-৩৬, জুলজি-৩৭।

কলকাতার অস্ত্র কারখানায় শিক্ষক, স্টেনো, ফায়ারম্যান ও দারোয়ান

প্রাথমিক শিক্ষক: যোগ্যতা ৫০ শতাংশ নম্বর নিয়ে মাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে শিক্ষকশিক্ষণের ২ বছরের ডিপ্লোমা। বয়স ১৮-৩০। আবেদনের ফিজ ১০০ টাকা।

স্টেনোগ্রাফার: যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক সঙ্গে স্কিল টেস্টে ৮০ শব্দ প্রতি মিনিট গতিতে ১০ মিনিট ডিক্টেশন নিয়ে কম্পিউটারে ইংরাজিতে ৫০ মিনিট টাইপ। বয়স ১৮-২৭। আবেদনের ফিজ ৫০ টাকা।

ফায়ারম্যান: যোগ্যতা মাধ্যমিক, সঙ্গে সরকারি স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে ফায়ার ফাইটিংয়ে অন্তত ৬ মাসের কোর্স।

দৈহিক মাপ: উচ্চতা ১৬৫ সেমি., বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮১.৫ সেমি. ফুলিয়ে ৮৫ সেমি.। ওজন ৫০ কেজি। ৬৩.৫ কেজি ওজনের মানুষকে ৯৬ সেকেন্ডে ১৮৩ মিটার পথ বয়ে নিয়ে যেতে হবে। দুই পা জোড়া করে ২.৭ মিটার লাফাতে হবে। দড়ি বেয়ে ৩ মিটার উঠতে হবে। বয়স ১৮-২৭। আবেদনের ফিজ ৫০ টাকা। তপশিলি প্রার্থীদের ফিজ লাগবে না।

দারোয়ান: যোগ্যতা মাধ্যমিক। উচ্চতা ১৬৫ সেমি., বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৭৭ সেমি., ফুলিয়ে ৮২ সেমি.। বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে। আবেদনের ফিজ ৫০ টাকা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে ২০ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ অনুযায়ী।

আবেদন পদ্ধতি: www.gsf.gov.in/index.php?pid=82&pid=7 লিঙ্কে গিয়ে অনলাইন আবেদন করতে হবে। নিজের ছবি জেপেগ ফর্ম্যাটে ২০ কেবি. পিক্সেলে স্ক্যান করে ফর্মের নির্দিষ্টস্থানে আপলোড করবেন। এবার ফর্মের প্রিন্ট আউটের সঙ্গে বয়স এবং সমস্ত শংসাপত্র ও টাকা জমা দেওয়ার চালানের কপি খামে ভরে পাঠাবেন এই ঠিকানায় - The General Manager, Gun & Sell Factori, Kashipur, Kolkata-7000002. খামের ওপর অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম নম্বর লিখে দেবেন। টাকা জমা দেবার চালান ডাউনলোড করবেন - www.gsf.gov.in ওয়েবসাইট থেকে। ফর্মের প্রিন্টআউট পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩ মে ২০১৪। প্রয়োজনীয় যোগাযোগ - cdlc.gsf@gmail.com.

অন্য খবর

সামনে ভোট: লাটে উঠেছে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সরকারি অফিসগুলিতে এখন শুধুই ভোটের হাওয়া। পরিষেবা পুরোপুরি স্তব্ধ। জনগণ চরম সংকটে। পরিষেবার আর্জি নিয়ে দফতরে গেলে হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে মানুষকে। কর্মীদের সাফ কথা - এখন সবাই নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত। পান থেকে চুন খসলেই নির্বাচন কমিশনের চোখ রাঙানি। তাই অন্য কাজ করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ না ভোট মিটছে পরিষেবার আশা নেই।

ফল বেরোনোর আরও সাতদিন যাবে বাবুদের ভোটের হ্যাংওবার কাটাতে। স্বভাবতই নির্বাচন এখন সাধারণ জনগণের কাছে বিড়ম্বনার নামান্তর।

ইতিমধ্যেই ব্লাড ব্যাঙ্ক হাসপাতালে কর্মীর অভাবে দুর্ভোগের ছবি ফুটে উঠেছে। সামনে ঝড়-বৃষ্টি, বিপর্যয়ের হাতছানি।

মোকাবিলায় প্রশাসন কীভাবে প্রস্তুত হচ্ছে তার সদুত্তর মিলছে না। উন্নয়ন তো দুরঅস্ত, জরুরী পরিষেবাও লাটে উঠেছে। একেই কর্মী অভাবে ভুগছে সরকারি দফতরগুলি। নিয়োগ নেই। তার ওপর বছরের পর বছর নির্বাচনের গুঁতো। প্রত্যেক বছর মাস কয়েক ধরে উন্নয়নে বন্ধ দশা।

জনগণের দিকে তাকিয়ে সরকার ও কমিশনের এ ব্যাপারে ভাবার সময় এসেছে।

ডাঃ বি. রামানা
এম এস, ডি এন বি, এফ আর সি এস
অ্যাডভান্সড ল্যাপারোস্কপিক অ্যান্ড ব্যারিয়াট্রিক সার্জন

ফিশ্চুলা রোগীদের আশার আলো দেখাচ্ছে ভিএএফটি

এক বিশাল সংখ্যক মানুষ ফিশ্চুলা ব্যাধিতে জীবনের প্রতি তিতিবিরক্ত হয়ে আছেন। পায়ুদ্বারে সংক্রমণ থেকেই এই রোগের সৃষ্টি হয়। গুহ্যদ্বারে এক নলের মতো প্যাসেজ বেরিয়ে আসে চামড়া ভেদ করে।

অপারেশন করা সত্ত্বেও পুনরায় একই জায়গায় ব্যথা পুঁজের বহির্গমন এবং রোগ যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সার্জিকাল ট্রিটমেন্ট সত্ত্বেও এই যন্ত্রণা থেকে বহু রোগী মুক্তি পান না। তাই পুনরায় অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি সবসময় থেকে যায়। রোগীদের এই যন্ত্রণা থেকে আধুনিকতম ইউরোপীয় প্রযুক্তিতে আবিস্কৃত হয়েছে এক ধরনের এন্ডোস্কোপিক চিকিৎসা। এই ধরনের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে 'কোয়াক' ডাক্তারের সম্মুখীন হন। এই চিকিৎসায় ভিডিও এন্ডোস্কোপি প্রযুক্তির ব্যবহারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করে ফিশ্চুলা স্থায়ীভাবে ধ্বংস করা হয়। এই অবস্থায় আবার সম্মুখীন হলে, রোগীকে একই পথে চিকিৎসা করা সম্ভব।

যেহেতু ফিশ্চুলা ক্ষতে অপসারণ করা যায় না তাই এই পদ্ধতিতে ক্ষত এবং ব্যথার অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া যায়। মাত্র অর্ধেক দিন হাসপাতালে থেকেই এই চিকিৎসা সেরে রোগীরা পরের দিন কাজে বেরতে পারেন। যদিও এই হাইটেক সমাধান ব্যয়বহুল তবু বেশি ব্যয় করতে সমর্থ না হওয়া রোগীদের জন্য কিছু অসাধারণ চিকিৎসা প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর জন্য আপনি এখানে এসে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি দেখে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিটি নির্বাচন করে নিতে পারেন। ফিশ্চুলার চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে ভিএএফটি অন্যতম। আমরা এই ক্ষেত্রে সাধারণত ইনিসিয়াল ফিশ্চুলোস্কোপি করে থাকি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ৩ মি.মি. ক্যামেরা নির্দিষ্ট স্থানের ছবি তুলে ফিশ্চুলাটির সঠিক ম্যাপিং করে নিয়ে সমস্যাটি নির্ধারণ করা হয়। এরপরে আমরা সিদ্ধান্ত নিই এই চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কোনটি ব্যবহার করা হবে।

সবশেষে এই কথাটি বলতে পারি পুরোটাই নির্ভর করছে রোগের পরিস্থিতি কি আছে তার ওপর। এর ওপরে ভিত্তি করেই কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট অপারেশন ঠিক করা হয় এবং রোগীকে সুস্থ করে তোলা হয়।

এই চিকিৎসায় ভিডিও এন্ডোস্কোপি প্রযুক্তির ব্যবহারে বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রয়োগ করে ফিশ্চুলা স্থায়ীভাবে ধ্বংস করা হয়। এই অবস্থায় আবার সম্মুখীন হলে, রোগীকে একই পথে চিকিৎসা করা সম্ভব।

অ্যানাল ফিশ্চুলা ? কী চিকিৎসা করাবেন ?

আমাকে অ্যানাল (মলদ্বারের) ফিশ্চুলার বহু রোগী দেখতে হয়। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন একটি বা তার বেশি সার্জারির পর আবার একই রোগে আক্রান্ত হয়ে আমার কাছে আসেন। বিশেষ করে এই রোগীদের চিকিৎসা করা বেশ একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। অবশ্য ইদানীং নতুন প্রযুক্তির দৌলতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। ফিশ্চুলার সার্জারির বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে :

VAAFT : HD ভিডিও ক্যামেরা লাগানো একটি ৩ মি.মি. ফিশ্চুলোস্কোপ-এর সাহায্যে ফিশ্চুলার বাইরের ছিদ্রটি দিয়ে একেবারে ভিতরে, রেকটামের দিকের অন্য মুখটি পর্যন্ত দেখে নেওয়া হয়। এরপর ইলেকট্রিক কারেন্ট-এর সাহায্যে এর ভিতরের লাইনিংটি নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং তারপর ভিতরের মুখটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সমস্তটিই করা হয় মলদ্বারের দিক থেকে। ফলে এই অপারেশনের কোনও বড় ক্ষত হয় না।

LIFT : এই পদ্ধতিতে একটি ছোট্ট কাটার মধ্যে দিয়ে, ফিশ্চুলার ট্র্যাক্টটিকে রেকটামের কাছে বেঁধে দেওয়া হয় VAAFT-এর মতোই, এই অপারেশনেও কোনও বড় ক্ষত হয় না।

ফিশ্চুলা প্লাগ: ট্র্যাক্টের মাঝামাঝি একটি কোলাজেন প্লাগ ব্যবহার করে ফিশ্চুলার দুটি মুখই আটকে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে কোনও কাটা-ছেঁড়া হয় না।

সেটন : ফিশ্চুলার বাইরের মুখটি দিয়ে একটি বিশেষ 'Thread' বা সুতো ভিতর পর্যন্ত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটি কয়েক সপ্তাহ ধরে আস্তে আস্তে ফিশ্চুলার ট্র্যাক্টটিকে কাটতে থাকে।

বহু মানুষ অত্যাধুনিক পদ্ধতিটিই চিকিৎসার জন্য বেছে নিতে চান। আমার কাছে কিন্তু সব থেকে জরুরি রোগীর সেরে ওঠা। আর এত বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারি যে, রোগীকে পরীক্ষা করার পর, তার জন্য কোনও পদ্ধতি সব থেকে ভাল তা সার্জনকেই ঠিক করতে হবে।

কোনও একটি পদ্ধতিতে আটকে না থেকে 'Hybrid' অর্থাৎ দু'তিনটি পদ্ধতি মিলিয়ে চিকিৎসা করলে সবথেকে ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রথমে VAAFT-এর দ্বারা রোগের সঠিক অবস্থা নির্ণয় করে, LIFT পদ্ধতিতে ট্র্যাক্টটিকে ফিশ্চুলার অন্তবর্তী মুখের দিকে বেঁধে দেওয়া হয়। এরপর ট্র্যাক্টের শাখাগুলিকে কেটে নির্মূল করে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে কিন্তু সার্জনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি প্রায়শই এই মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। প্রায় প্রতিবারই ফল হয় দুর্দান্ত।

রোগীর উচিত এই ব্যাপারে সার্জনের মতামত মেনে চিকিৎসা করানো, যাতে তিনি দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী আরোগ্য লাভ করতে পারেন।

এই আর্টিকল এবং আমার সব আর্টিকলই শুধুমাত্র আপনাদের কাছে কিছু তথ্য তুলে ধরার জন্য। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভাল করে চিন্তা ভাবনা করে ও আপনার নিজের চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

চেম্বার: বেলভিউ ক্লিনিক, ৯, লাউডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭ অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন: 9830031663, 9830043301
ই-মেল: rambodoc@gmail.com ওয়েবসাইট: www.up-surge.com, www.bmi-india.com

বিষধর সাপের উপদ্রব বাড়বে, প্রশাসন প্রস্তুত তো ?

কুনাল মালিক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা: প্রচণ্ড গরম পড়লেও এখনও পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় সাপের উপদ্রব মাত্রা ছাড়ায়নি। তবে কালবৈশাখী কিংবা হাল্কা ঝড়-বৃষ্টির পর পরিবেশ একটু ঠাণ্ডা হলেই সাপের উপদ্রব বাড়ার আশঙ্কা আছে। এমনই অভিমত সাপ নিয়ে কাজ করা ক্যানিং যুক্তিবাদী সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্যের। তিনি বলেন, প্রচণ্ড গরমের দাপটে বিষাক্ত কালাচ, কেউটে, চন্দ্রবোড়া জাতীয় সাপ জঙ্গলে বা গর্তে ছায়ার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। খুব গভীর রাতে এরা যখন বের হয় তখন মানুষ জন রাস্তা ঘাটে থাকে না। তবে রাতে ঘুমানোর আগে ভাল করে মশারি গুঁজে নেওয়া উচিত। কারণ এই গরমকালেই গভীর রাতে বিষাক্ত কালাচ সাপের উপদ্রব বাড়ে। গত বছর রায়দিঘিতে একই পরিবারের দুই জন সদস্য কালাচের কামড়ে মারা যাবার পর এই জেলায় স্বাস্থ্য দফতর নড়ে চড়ে বসে। সাপ নিয়ে কয়েকটি ব্লকে সেমিনারও হয়। তারপর আবার সব চুপচাপ। ২০০৯-১০ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সাপের কামড়ে ১৮৩ জনের মৃত্যু হয়। বিজনবাবু বলেন, ২০১০ সাল থেকে প্রতিটি ব্লক হাসপাতালে অ্যান্টিভেনাম পাওয়া গেলেও চিকিৎসকরা সবসময় সর্পাঘাতের চিকিৎসার ব্যাপারে উৎসাহ না দেখিয়ে রোগীকে অন্যত্র রেফার করে দেন। সেই কারণে অনেক রোগীর মৃত্যু হয়। বিজনবাবু বলেন, খুব আশার কথা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি পৃথক সেল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সাপে কাটা রোগীর মৃত্যুর হার কমানোর জন্য রাজ্য সরকারের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

প্রতিটি ব্লক হাসপাতালে সাপে কাটা রোগীদের জন্য পৃথক সেল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সর্প বিশেষজ্ঞদের রাখা উচিত। সেই সঙ্গে ব্লকে ব্লকে সাপ নিয়ে কুসংস্কার দুর করা এবং বিষাক্ত সাপ কামড়ালে কি করা উচিত সেই বিষয় নিয়ে সেমিনার করা উচিত। জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য সরকার সাপের কামড়ে মৃত্যু প্রতিরোধের জন্য নানা কর্মসূচী ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট: শুধু নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত থাকা নয়, সেবামূলক কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন নৈনানের কিছু রাজনৈতিক কর্মী। বৃহস্পতিবার মগরাহাট ২ ব্লকের নৈনান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পরিচালনায় ও কলকাতার

পরিচালনায় পিপলস ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে রক্তদান করলেন ৫০ জন স্থানীয় ব্যক্তি। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল, মগরাহাট ২ ব্লকের সহ-সভাপতি খয়রুল হক লস্কর ও নৈনান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কিসমত সুলতানা।

চার দশকের চড়ক

বৈশালী সাহা ● নবদ্বীপ

হাতে পিঠে বঁড়শি ফুটিয়ে মানুষটিকে দড়ি বেঁধে বাঁশের দুদিকে ঝোলানোই হল চৈত্রের শেষের চড়ক মেলার রীতি। নবদ্বীপের ফাঁসিতলায় ১৯৭৬ সাল থেকে চার দশক ধরে হয়ে আসছে এই মেলা। গঙ্গার ঘাটে ভেসে আসা চড়ক গাছ কেন্দ্র করেই নাকি চড়ক মেলার উৎপত্তি হয়। মেলার শেষে ভাসিয়ে দেওয়া গাছ প্রতি বছর মেলার শুরুতে আবার নাকি ওইস্থানে ভেসে ওঠে। মেলার সম্পাদক সন্তোষ বিশ্বাস জানালেন, 'বাবা পশুপতিনাথের দয়ায় সমস্ত সন্ন্যাসীকে বিনা রক্তপাতে বঁড়শি ফোঁটানো ও তাঁদের বাঁশের দু'পাশে ঝোলানো সম্ভব হয়।' এই মেলার প্রথম অনুষ্ঠানে বড় একটা কাঠারিতে ছোট বাচ্চা সন্ন্যাসী একজন শুয়ে পড়ে, আর একজন তার ওপর উঠে দাঁড়ায়। ১৫ বছরের বেশি বয়সের সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁদের হাতে ও মুখে বঁড়শি ঢুকিয়ে ও বয়স্ক সন্ন্যাসীদের পিঠে বঁড়শি ঢুকিয়ে বাঁশের দু'পাশে ঝুলিয়ে চারপাশে ঘোরানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দা রজত সাহা বললেন, 'চড়কের এই পবিত্র রীতির কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে কিনা জানি না, তবে আমদের সবার বিশ্বাস এই ঘটনা ঘটে বাবা পশুপতিনাথের দয়ায়। তাই তর্ক নয়, এই বিশ্বাসেই ভর করে বেঁচে আছে আবহমানকালের এই রীতি।

মমতাকে পরিবারতন্ত্রী বলে কটাক্ষ অধীরের

মেহেবুর গাজি ● ডায়মন্ড হারবার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের আর্থিক সংগতি নিয়ে এবার সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোমবার ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থী কামারুজ্জামান কামারের সমর্থনে সরিষা হাইস্কুল মাঠে এক জনসভায় অধীর বলেন, 'এতদিন শুনেছিলাম মমতার কোনও পরিবার নেই। তাহলে এই কেন্দ্রে ভাইপো অভিষেক কেন প্রার্থী হলেন। এই ভাইপো পিসিমণির দৌলতে খুব অল্পদিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। দিল্লির এক শিল্পপতির মেয়েকে বিয়ে করেছেন এই ভাইপো। আর বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছে দিল্লির একটি পাঁচতারা হোটেলে। সেই হোটেলের একটি ঘরের খরচ প্রায় ৪০-৫০ হাজার টাকা। সেই টাকা এল কোথা থেকে? কে দিল সেই টাকা? মমতার পরিবারের এই টাকা খরচের সংগতি হল কি করে? আমি চ্যালেঞ্জ করছি, ক্ষমতা থাকলে মমতা জানান এই টাকা কে দিল?'

অধীর অভিষেক প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'প্রচুর টাকা উঠছে শুনলাম। অভিষেক টাকা দিচ্ছেন বলে শুনলাম। কেউ কেউ সেই টাকা পাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যাঁরা পাচ্ছেন তাঁরা নিয়ে নিন।' অধীর স্বাভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চিটফান্ড, নারী নির্যাতন ও বেকারদের চাকরি প্রসঙ্গে মমতাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'গত ৩ বছরে এই রাজ্য অনেক কিছুতেই প্রথম হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম চিটফান্ড উৎপাদনে। কারণ, সারা দেশে ৮৩টি চিটফান্ড আছে বলে সংসদে জানানো হয়েছিল। তার মধ্যে এই রাজ্যে ৭৩টি। এ-রাজ্যে ১৮ হাজার কোটি টাকা লুট করল চিটফান্ডের কারবারীরা। দিল্লির এনফোর্সমেন্ট বিভাগ বারে বারে সতর্ক করল রাজ্যকে। কিন্তু মমতা শুনলেন না। সারদা কেলেঙ্কারি সামনে আসার পর উনি শ্যামল সেন কমিটি তৈরি করলেন। ঢাল-তরোয়াল হীন নিধিরাম সর্দার ওই কমিশন কয়েকটি মানুষকে ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী মহিলা। অথচ এ-রাজ্য আজ সারা দেশের মধ্যে নারী নির্যাতনে প্রথম। অপরাধীদের ধরা হচ্ছে না। প্রশ্রয় পেয়ে এরা বাড়-বাড়ন্ত। আসলে অপরাধীরা বুঝে গিয়েছে অপরাধ করে তৃণমূল করলেই সাতক্ষণ মাপ।

বাংলার বেকারদের প্রতি মিথ্যে বলছেন। উনি বলেন লক্ষ-লক্ষ চাকরি হয়েছে তার আমলে। বাস্তবে যদি বেকারদের চাকরি হত তাহলে প্রত্যেকের দু'টি করে চাকরি পাওয়ার কথা। শুধু ঢপের নাটক। ওই চাকরি তৃণমূল নেত্রী ছাড়া কেউ দেখতে পান না।'

১০০ দিনের কাজে দেশের মধ্যে রাজ্য ১ নম্বরে বলে মমতা যে দাবি করেন, তা সর্বৈব মিথ্যা বলে দাবি করে অধীর বলেন, দেশের মধ্যে মিজোরাম আর ৮৮ দিন কাজ দিয়ে ১ নম্বরে। আর আমাদের রাজ্য ৩৫ দিন কাজ দিয়ে দেশের মধ্যে ২৪ নম্বরে। কেন্দ্র টাকা দিয়েছে, অথচ সেই টাকা খরচ করতে পারেনি। শুধু কেন্দ্রের বঞ্চনার বাহানা।' এদিন সন্ধ্যায় কুলপি বিবেক ময়দানে মথুরাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী মনোরঞ্জন হালদারের সমর্থনে সভা করেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

প্রচারে অভিনবত্ব

এসইউসি প্রার্থী সাংসদ তহবিলের খতিয়ান দেখাচ্ছেন প্রচারের ট্যাবলোতে। ছবি: কাকলি পাল

আট দিনেও ধরা পড়ল না পাড়ার ইভটিজাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: নরেন্দ্রপুরে পাইকপাড়ায় সবিতা গাঙ্গুলী (৪৭) নামে এক ভদ্র মহিলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে একাই থাকছিলেন। তাঁর চার মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আয়া ও রাধুনীর কাজ করেন শ্রীমতি গাঙ্গুলী। রাতে ফেরার সময় স্থানীয় কিছু যুবক তাঁর উদ্দেশে অশ্লীল মন্তব্য করে উত্তক্ত করতেন। সবিতা একদিন এর প্রতিবাদ করায় তাঁকে বেধরপ প্রহার করে ওই যুবকেরা। ভদ্রমহিলা তাঁর শুভনুধ্যায়ী জনৈক বাপীর পরামর্শে যাদবপুর কেপিসি হাসপাতালে জান। সেখানে চিকিৎসকেরা বলেন, এতে পুলিশ কেস হবে। কাজেই আপনি সরকারি হাসপাতালে যান। সেখান থেকে তিনি বাঘাযতীন হাসপাতালে গেলে ওখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় বাঙ্গুর হাসপাতালে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবেই নাকি ভর্তি হতে পারেননি বলে তাঁর বক্তব্য। এরপর ওইদিন ৯ এপ্রিল রাত ১১টা ১৫ মিনিটে সোনারপুর থানায় ডায়েরি করতে আসেন। কিন্তু তাঁর অভিযোগ ডিউটি অফিসার নাকি জেনারেল ডায়েরি নিলেও অত্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেন। পরে ১৪ তারিখ থানায় গেলে কিছু সাংবাদিকের সহায়তায় থানায় এফআইআর দায়ের করতে সক্ষম হন। কেস নম্বর-৫৬৩ /১৪, ১৪/৪/২০১৪। আইসি অনিল রায় এক অফিসারকে এই কেসের দায়িত্ব দেন। কিন্তু আজ অবধি এই ইভটিজারদের ধরা যায়নি। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ ভূতপূর্ব আধিকারিকের আমলে বহু বড় বড় খুন, ডাকাতি, নারী পাচারের কেস ধরেছে সোনারপুর থানা। কিন্তু এখন তারা ব্যর্থ হচ্ছে কেন।

বইপাড়া'র বইমেলা

প্রতীক দে চৌধুরী: বইপ্রেমীদের জন্য সুখবর। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে কলেজ স্কোয়ার প্রাঙ্গণে বইমেলার আয়োজন করেছে বেঙ্গল পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড, সহায়তায় টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। 'নববর্ষের' এই উৎসব' শীর্ষক এই মেলা শুরু হয়েছে ১৪ এপ্রিল, চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। মেলায় বিভিন্ন ধরনের বই নিয়ে হাজির কলকাতা-সহ পশ্চিমবাংলার প্রকাশনা সংস্থাগুলি। এছাড়াও বাংলাদেশের বই-এর বিপুল সম্ভার থাকছে আনন্দ পাবলিশার্স-এর স্টলে। বই ছাড়াও মেলায় প্রত্যেকদিনই থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলা উৎসর্গ করা হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৪৯তম বেঙ্গল রেজিমেন্টের শহীদদের উদ্দেশে।

নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণায়

তৃণমূল কর্মী মনিরুল খুনে রাজনৈতিক বিসংবাদ

বিশ্বজিৎ পাল • ক্যানিং

মঙ্গলবার ক্যানিং থানার গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা এলাকায় মনিরুল সর্দার (৪০) নামে তৃণমূল কংগ্রেসের এক কর্মীকে একদন দুষ্কৃতী কুপিয়ে খুন করে। এদিন তিনি ধোসার ব্রিজ এলাকায় স্ট্যান্ডে বসেছিলেন। স্থানীয় কিছু মানুষ দেখেন একটি মারতি গাড়ি তার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং সেখান থেকে চার জনের দুষ্কৃতী দল ধারাল অস্ত্র দিয়ে মনিরুলকে এলোপাথারি কুপিয়ে তারপর গুলি করে গাড়িতে উঠে পালায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ বাহিনী। ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি শৈবাল লাহিড়ী, ব্লক যুব সভাপতি পরেশরাম দাস, সাধারণ সম্পাদক সুশীল সর্দার-সহ কয়েকশ তৃণমূল কর্মী এলাকায় উপস্থিত হন।

পুলিশ তৎপরভাবে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শ্রী লাহিড়ী অভিযোগ করেন, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে পরিকল্পিতভাবে এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে চাইছে। মনিরুল ধর্মতলা-আমতলা এলাকায় তৃণমূল দল দেখাশোনা করতেন। গোপাল জুড় গ্রাম পঞ্চায়েত এবারের নির্বাচনে বামপন্থীদের হাত থেকে তৃণমূল দখল করে। শ্রী লাহিড়ীর অভিযোগ, তাঁদের উন্নয়নমূলক কাজে এসইউসি'র পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। তাই তাদের উসকানিতে এই ধরনের কাজ চলছে। জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি জানান, এবিষয়ে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে এবং দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এসইউসি'র রাজ্য সম্পাদক সৌমেন বসু বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে এসইউসি কোনওভাবেই যুক্ত নয়। তৃণমূল এতে রাজনৈতিক রং লাগানোর চেষ্টা করছে। দিনের আলোয় ঘটা এই দুষ্কর্মে সবাই দেখেছে কি হয়েছে। যিনি খুন হয়েছেন তাঁর নামে বেশ কয়েকটি থানায় অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য অভিযোগ দায়ের করা আছে।

সংঘর্ষে জখম রাজনৈতিক কর্মী ও পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রবিবার সকালে গোলা বাড়ি এলাকায় একটি চায়ের দোকানে রাজনৈতিক কথা কাটাকাটি শেষ অবধি সংঘর্ষে পরিণত হয় এবং জখম হন ৭ জন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে ৩ পুলিশ কর্মী জখম হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন, তৃণমূল কর্মী কুতুব উদ্দীন সর্দার, জাকির মোল্লা এবং পুলিশ কর্মী প্রণয় মিত্র, টাবুল দেবনাথ ও প্রসেনজিৎ রায়। স্থানীয় মানুষদের কাছে শোনা যায়, তৃণমূল ও সিপিএম দু'দল কর্মীদের এই সংঘর্ষ দেখে পুলিশ ফাড়িতে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে বেশকিছু ব্যক্তি পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তে থাকে।

অভিযোগ আক্রমণকারীরা নাকি সিপিএমের কর্মী। তবে জয়নগর কেন্দ্রের আরএসপি প্রার্থী সুভাষ নস্কর বলেন, তৃণমূলের ত্রাস ইটখোলা এই অঞ্চল। তার ফলে তৃণমূল কর্মীদের এই আক্রমণে বামফ্রন্টের রেজ্জাক গাজি ও মজিদ লস্কর জখম হন। গত শুক্রবারে এই গোলাবাড়িতে এসইউসি প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল আক্রান্ত হয়েছিলেন। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য বিষয়টি নির্বাচন কমিশনারকে জানানো হবে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল (নস্কর) মগরাহাট-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের কর্মীসভা থেকে জানালেন, এই ধরনের ঘটনার তারা তীব্র প্রতিবাদ জানান। অপরদিকে ক্যানিং মহকুমা তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক ও জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ীর অভিযোগ, বিরোধীরা হেরে যাবে জানে বলেই সিপিএম-এসইউসি পরিকল্পিতভাবে এই ধরনের সন্ত্রাস চালাচ্ছে।

ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলের বক্তব্য, বাম সরকারের উন্নয়নমূলক ব্যর্থতা গত তিন বছরে তৃণমূল তাদের কাজ দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই বামপন্থীরা বাইরে থেকে দুষ্কৃতী এনে এই ধরনের হামলা চালাচ্ছে।

জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ ত্রিপাঠি জানান, এই ঘটনায় ৩ জনকে আটক করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশি টহলের পাশাপাশি পূর্ণ তদন্ত চলছে।

পুত্রের পরিশ্রমে মায়ের আতঙ্কে ক্ষুব্ধ তৃণমূল কর্মীরা

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার • সোনারপুর

হার্ভার্ড-অধ্যাপকের প্রাক্তন সাংসদের মা নাকি এই গরমে ছেলের ভোট ভিক্ষার খাটুনি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। যাদবপুর কেন্দ্রের

তৃণমূলের প্রচার বাহিনীর পরিচালকদের নাকি ফোন করে সুগত বসু'র মা প্রাক্তন সাংসদ কৃষ্ণা বসু বলেছেন, আমার ছেলেকে এত দৌড়ঝাপ করাচ্ছেন কেন, সে তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। লোকসভা নির্বাচনে আমিও তো তিনবার দাঁড়িয়েছি। আমাকে তো এত খাটতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রচারের স্টিয়ারিং যার হতে সেই সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়কে বেশ মনোক্ষুণ্ণ অবস্থায় দেখা গেল। তিনি নাকি জানিয়েছেন, তখনকার দিন আর এখনকার দিনের মধ্যে অনেক তফাৎ। সিপিএমের প্রার্থী সুজন চক্রবর্তী'র এই অঞ্চল হাতের তালুর মতো চেনা। তা সত্ত্বেও পৌর ও প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত এলাকায় পায়ে হেঁটে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ করছেন। আর সুগতবাবু তো একেবারে নতুন লোক। ভোটাররা তো তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চাইবে। সেখানে না গেলে কি করে হবে। প্রচারে ঘোরা কর্মীদের বক্তব্য, এই পরিশ্রমটুকু করতে কষ্ট হয় তা হলে নির্বাচনে না নামাই ভাল ছিল। রাজপুর টাউন তৃণমূলের সভাপতি শিবনাথ ঘোষ বলেন, বিধায়ক থেকে আরম্ভ করে পার্টির নেতা সমর্থকেরা যখন আপ্রাণ খাটছি সেখানে উনি গা বাচিয়ে চললে ভোট কি করে পাওয়া যাবে। তিনি তো জানেন যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়ার সঙ্গে এখানকার আবহাওয়ার অনেক পার্থক্য। কর্মীরা যেখানে একনিষ্ঠভাবে খাটছেন, সেখানে প্রার্থীর চেহারা মানুষ দেখতে না পেলে ভোট ব্যাঙ্কে কি করে ভোট বাড়বে। তৃণমূলের সোনারপুর অঞ্চলের একাধিক স্থানীয় কর্মীর বক্তব্য, এই অসহ্য গরমে যেখানে সন্ধ্যা রায়, দেব, সৌমিত্র রায় (ভূমি), মুনমুন সেনদের মতো পরিচিত মুখেরা এলাকা ছেড়ে গ্রামগঞ্জে পরে আছেন সেখানে নেতাজীর ভাইপোর ছেলেকে গ্রামগঞ্জে ক'জন চেনে। তারকাদের থেকে তাঁকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। মিছিল হয়ে যাবার পর সুগত বসু চলে যান। কিন্তু বিধায়ক থেকে কর্মীদের অনেক কাজ করতে হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার বলছেন, মানুষের পাশে থাকতে। সেখানে প্রার্থীর এখন যদি এই অবস্থা হয়, নির্বাচনে জেতার পর তো দেখাই মিলবে না পণ্ডিত সাংসদের।

আলোহীন ত্রিফলা মহেশতলায়

অর্পণ মণ্ডল, সুখদেবপুর: শহরতলীর রাস্তার সৌন্দার্যায়নের জন্য ত্রিফলা আলো বসানো

হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ অঞ্চলের অবস্থা এখন শোচনীয়। মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত যোত-শিবরামপুর শ্রীরামপুর রোডের আলোগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এই অঞ্চলের প্রায় অর্ধেক বাতিস্তম্ভের আলো জ্বলে না। বেশকিছু বাতি ভেঙে পড়েছে। কিছু জায়গায় আবার স্তম্ভগুলি রয়েছে। ত্রি-ফলা বাতির কোনও চিহ্ন নেই। এ রাস্তাটি তারাতলা বেহালা নিকটবর্তী হওয়ায় প্রচুর লোক এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। দুর্ভোগগ্রস্ত পথচারীরা বলছেন, আলোগুলি প্রথম থেকেই জ্বলে না। পুরো প্রকল্পটি লোক দেখানো। শুধু যোতশিবরামপুর নয় পুরো মহেশতলা অঞ্চল জুড়েই এই অভিযোগ স্থানীয় জনসাধারণের মুখে।

নিয়ম ভাঙাটাই অটোর নিয়ম মহেশতলায়

শ্রাবন্তী সরদার • আশুতি

আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, অটোয় চার জনের বেশি যাত্রী নেওয়া যাবে না। সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন পরিবহনমন্ত্রী মদন মিত্রও। সেই নির্দেশকে তোয়াক্কা না করে সাত জনকে এক অটোয় তোলা হয় মহেশতলার ময়নাগড়-খানবেড়িয়া রুটে। ওই রুটের অটো ইউনিয়নের নেতা রবীন মণ্ডল বলছেন, 'ময়নাগড় থেকে খানাবেড়িয়া পর্যন্ত থাকলেও বেশিরভাগ যাত্রী কালীতলা পর্যন্ত যায়। তাই এখন যাত্রী সংখ্যা বাড়িয়ে ছয় জন করা হয়েছে।'

ছয়জন কোথায় ময়নাগড়-খানবেড়িয়া, ডাকঘর-শিবরামপুর রুটে যাত্রী তোলা হচ্ছে সংখ্যার কোনও হিসেব না মেনেই। অটোচালকেরা বলছেন,

যে হারে তেলের দাম বেড়ে চলেছে যাত্রী না বাড়ালে পেট চলবে না। এক নিত্যযাত্রী অনিলবাবু বলেছেন, অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে যদি অটোর জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তখনই খুব বিরক্ত লাগে। তাই কষ্টে সৃষ্টেই এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। সময় মতো অফিস-স্কুলে বা মহানগরিতে কোনও কাজে যেতে গেলে এইভাবে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

ডানদিকে বসা যাত্রীর গা ঘেঁষে উল্টো দিকের গাড়ি চলে মারাত্মক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। বেআইনি এই যাত্রায় দুর্ঘটনাও ঘটেছে বহুবার। আহত যাত্রীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া অটোচালকরা, তবু সাবধানতা আসেনি, ইউনিয়নও কোনওরকম কঠোরতা দেখায়নি।

এসব ছাড়াও অটোতে খুচরো পয়সার সমস্যা লেগেই আছে। এই এলাকার মানুষজনের ইচ্ছা যেন সরকারের পরিবহণ দফতর ও প্রশাসন বিভাগ এ বিষয় নজরদারি করে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১৯ এপ্রিল-২৫ এপ্রিল, ২০১৪

একটিলে দুই পাখি মারার সুযোগ আসতে পারে মমতার সামনে

নির্মল গোস্বামী

আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির জোট বিন্যাসের চিত্র মোটামুটি পরিষ্কার। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এন.ডি.এ এবং ইউ.পি.এ এই দুটি জোট আমাদের সামনে বর্তমান। আঞ্চলিক দলগুলির থার্ডফ্রন্ট এবং ফেডারেল ফ্রন্ট উবে গিয়েছে ভোট মানচিত্র থেকে। নিজ নিজ এলাকায় যে যার শক্তি বাড়াতে ব্যস্ত। যে যত এম.পি বাড়াতে পারবে তার হাতেই সরকার গঠনের চাবি কাঠি থাকবে। বিভিন্ন চ্যানেলের সদ্য সমাপ্ত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এন.ডি.এ জোট ২৩৩-এর বেশি আর আগাচ্ছে না। ফলে অন্তত আরও দুটি দলের সমর্থন প্রয়োজন এন.ডি.এ.'র সরকার গঠনের জন্য। কারণ কোনও একক দল ৪০, ৪২টি আসন পাবে এমন সমীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে না।

ফলে মোদিকে প্রধানমন্ত্রী এন.ডি.এ.'র সরকার গঠন করা খুব একটা মসৃণ হবে বলে মনে হয় না। আবার একথাও সত্য যে এন.ডি.এ. ২০০ পার করলেই অনেক বন্ধু রাতারাতি ভিড় করবে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট ভোগী হবার জন্য। তবে প্রত্যেক আঞ্চলিক দলের কাছে মোদিকে সমর্থনের প্রশ্নে সবচেয়ে বড় বাধা স্ব স্ব রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট হারানোর ভয়। জয়ললিতার সুপ্ত বাসনা প্রধানমন্ত্রী হবার। তাই তড়িঘড়ি করে তিনি এন.ডি.এ.কে সমর্থন করতে যাবেন না। মায়াবতী, মুলায়ম দুজনেরই সংখ্যালঘু সমর্থন হারাবার ভয় আছে। যে দুজনের এই সমস্যাটা নেই তারা হল চন্দ্রবাবু নাইডু ও নবীন পট্টনায়েক। দু'জনেরই বাজপেয়ী

জমানার পুরনো শরিক। কিন্তু এই দু'জনের এম.পি. সংখ্যা এমন হবে না যে তাদের সমর্থনেই মোদি গরিষ্ঠতা পাবেন।

> রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। মমতা যে এন.ডি.এ.তে ফিরতে পারবেন না - এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

এখন যে লক্ষ টাকার প্রশ্ন এ রাজ্যের বা ভোট বিশেষজ্ঞদের মনে ঘোরাফেরা করছে তা হল মমতা কি মোদিকে সমর্থন করবেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল না। তাহলে মমতার রাজনীতির দফারফা হয়ে যাবে। তবে পুরনো সঙ্গী কংগ্রেসের জোট সরকারকে সমর্থন করবেন। তারও উত্তর হল না। সেক্ষেত্রে মমতার চক্ষুলজ্জাই সবথেকে বড় বাধা হবে। কারণ, এই নির্বাচনে বি.জে.পি বায়ুকে দাঙ্গার মুখ এই শব্দ বাদ দিয়ে একটি কথাও নেই। যত ক্ষোভ সব কংগ্রেসের কোকিলদের বিরুদ্ধে। রাজ্যকে বঞ্চনা যে কংগ্রেস সরকার করেছে হাজার হাজার কোটি টাকা সুদ নিয়ে চলে যাচ্ছে, ন্যায্য পাওনা কোটি কোটি টাকা কংগ্রেস দিচ্ছে না, যার জন্য ইপ্সিত উন্নয়ন তিনি করতে পারছেন না এইগুলি তাঁর প্রধান প্রচার।

ফলে ভোটের ফল বের হবার পর যদি দেখা যায় মমতা ছাড়া মোদি'র সরকার গড়ার আর কোনও পথ নেই, তখন মমতা কি করবেন? মমতার সামনে তখন একটিলে দুটো পাখি মারার সুবর্ণ সুযোগ আসবে। এক তিনি এন.ডি.এ.'র কাছে প্রস্তাব করবেন মাইনাস মোদি সরকার গঠন হলে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ও ঋণের ওপর ৫ বছরের জন্য সুদ মুকুবের দাবি আদায় করে নিতে পারেন। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এই বার্তা তারস্বরে প্রচার করতে পারবেন যে, ক্ষমতার শীর্ষ থেকে মোদিকে দূরে রাখার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই আছে। আর পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘুদের কাছে বলতে পারবেন যে ক্ষমতার মোহে নয়, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্যই এন.ডি.এ.কে সমর্থন করেছে। এবং এটা মিথ্যা বুলি নয়। বিজেপি সভাপতি বিগ্রেড মিটিং-এ এই প্যাকেজ যে পশ্চিমবঙ্গকে দিতে রাজি তা তিনি ঘোষণা করে গিয়েছেন। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ফলে পরিস্থিতি বিচারে মমতা যে এন.ডি.এ.তে ফিরতে পারবেন না - এ বিষয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

রায় স্বাগত কিন্তু বৃহন্নলারা সংরক্ষিত হবেন কেন

মহাভারতের কাল থেকেই স্ত্রী-পুরুষ ধারণার বাইরে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক কারণেই নয়, আর্থ সামাজিক কারণেও আজ বিশ্বজুড়ে বৃহন্নলা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ ঘটছে। আধুনিক বিশ্বে 'এলজিবিটি' নামে বিভিন্ন ধরনের মানুষেরা যাঁরা তৃতীয় লিঙ্গের দাবিদার আজ একত্রিত। বাংলার বেশিরভাগ মানুষের কাছে হিজড়া নামে এঁরা পরিচিত। এককালে গৃহস্থের নবজাতককে আশীর্বাদ করার জন্য এঁরা যে অর্থ পেতেন তাতেই চলে যেত। বর্তমান বাজারের মূল্য এবং এঁদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ক্রমশ নানা অসামাজিক কাজে জড়িয়ে যায়। সাধারণ মানুষের মনেও এঁদের প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সমাজ থেকে এঁদের ব্রাত্য করে রাখাও একটা সামাজিক অপরাধ। সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে নানা অসামাজিক কাজে এদের জড়িয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এদের ভোটাধিকারের সমর্থন নিয়ে একসময় অনেক লেখালেখি আলিপুর বার্তায় হয়েছিল।

আজ বড় আনন্দ ও তৃপ্তি পাবার দিন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত বৃহন্নলাদের সঠিক স্বীকৃতি দিয়েছে। শিক্ষা, চাকুরি সর্বক্ষেত্রেই এঁদের অংশগ্রহণ থাকবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত। তবে একটি বিষয়ে খটকা রয়েই গেল। বৃহন্নলাদের ওবিসি বা অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণিভুক্ত করণ নিয়ে। ওবিসিভুক্ত করে এলজিবিটিদের কে কি কিছুটা হলেও করুণা প্রদর্শন করা হল না! সমমর্যাদায় সাধারণ শ্রেণিভুক্ত করলে চাকরি-শিক্ষা সর্বত্রই তাঁরা নিজেদের মান মর্যাদা মেধাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেতেন। আগামী দিনে সংরক্ষণের সুযোগ নিতে বৃহন্নলাদের সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রইল।

ভোট রাজনীতির সমীকরণে সংরক্ষণ একটি সহজ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বছরের পর বছর। স্বাধীনতার এত বছর বাদেও জাতপাত নিয়ে সংরক্ষণ রাষ্ট্রের প্রকৃত মেধাকে তুলে ধরেনি যা অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে জাতপাতের এই কূটনৈতিক খেলা স্ববিরোধীতার নামান্তর। আর্থিক কারণে সংরক্ষণ সমর্থনযোগ্য কিন্তু জাতপাত লিঙ্গগত কারণে সংরক্ষণ কতটা গ্রহণীয় তা নিয়ে জাতীয় স্তরে বিতর্কের অবকাশ রয়ে গিয়েছে।

আগামী দিনে বৃহন্নলাদের সর্বস্তরে, দেশ গঠনে, দেশের উন্নয়নে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কাম্য। তাঁদের প্রতি সামাজিক শ্লেষ, বিরূপতা কেটে যাবে আশা করা যায়।

অমৃতকথা

২০৮। কুপ্রবৃত্তির মধ্যে যখন মন বাস করে, তখন হাড়ি-পাড়ায় বাস করে।

২০৯। পাথরে যেমন জল ঢোকে না, সেই রকম জীব ধর্ম্ম কথা শোনে না।

২১০। পাথরে যেমন পেরেক বসে না, মাটিতে বসে, সেই রকম সাধুর উপদেশ বদ্ধজীবের ভেতর ঢোকে না, বিশ্বাসী হৃদয়ে সহজে ঢোকে।

২১১। যেমন নরম মাটিতে ছাপ বসে, কিন্তু পাথরে বসে না, সেই রকম ভক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের কথা বসে, বদ্ধজীবে বসে না।

২১২। যেমন বালককে রমণ সুখ বুঝান যায় না, সেই রকম বিষয়াসক্ত মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে ব্রহ্মানন্দ বোঝান যায় না।

২১৩। যেমন আরশিতে ময়লা পড়লে মুখ দেখা যায় না, তেমনি হৃদয়ে ময়লা পড়লে ঈশ্বরের ছবি পড়ে না। ময়লা মুছে ফেললে যেমন আরশিতে মুখ দেখা যায়, তেমনি হৃদয় নির্মল হলে ঈশ্বর প্রকাশ পান।

২১৪। স্প্রীংয়ের গাদির ওপর বসলেই নুয়ে যায়, উঠলেই আবার তেমনি সমান হয়ে যায়। সংসারী মানুষেরা সেইরকম, যখন ধর্ম্মকথা শোনে তখন ধর্ম্মভাব হয়, কিন্তু সংসারে ঢুকলেই সব ভুলে যেমন তেমনি হয়ে পড়ে।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব

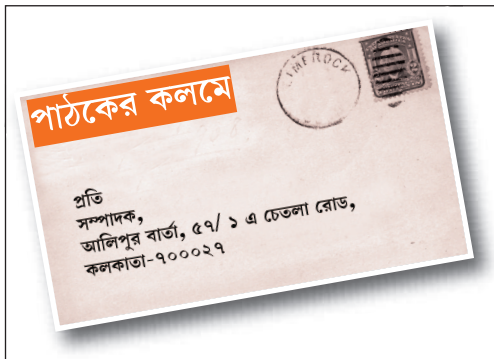

নির্বাচন কমিশনার কি কাগুজে বাঘ নয়

আজন্মকাল নির্বাচন মহাপর্ব দেখতে দেখতে বয়স ৭০-এর গোড়ায় এসে ঠেকল। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন নির্বাচন কমিশনার। ভোটাররা আজ পর্যন্ত জানতে পারে না নির্বাচন কমিশন বা কমিশনার বস্তুটা কি! ওটা কি গায়ে লাগায় না মাথায় দেয়! আজন্ম কাল থেকে দেখছি নির্বাচন মানেই প্রহসন। যার গায়ে জোর বেশি সেই ইচ্ছেমতো নির্বাচন পর্ব পরিচালনা করেন। পুলিশকে দেখে মনে হয় প্রাণহীন দেহ। নির্বাচন কমিশনারের হম্বিতম্বি শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। আজ পর্যন্ত একটাও উল্লেখযোগ্য শাস্তি নির্বাচন কমিশনার দিতে পারেনি কাউকেই। তাঁদের কাছে অভিযোগ জানালেও একটুও কাজ হয় না। নির্বাচন কমিশনার কি কাগুজে বাঘ? সরকারি অর্থ দিয়ে এই কাগুজে বাঘ পোষার প্রয়োজন কি!।

দুর্গাদাস সরকার, টালিগঞ্জ-২৬

বিশ্ব হেরিটেজ দিবসে হ্যালো হেরিটেজ গ্রুপের উদ্যোগে কলকাতার ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়াল থেকে ভারতীয় জাদুঘর অবধি এক পদযাত্রা। ছবি:অভিমন্যু দাস

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্যে কংগ্রেসের করুণ অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের করুণ অবস্থা যে কোনও পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে তা না জানলে বিশ্বাস করা কঠিন। গত চৈত্র মাসের দু'দিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। ঘটনাচক্রে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কলকাতায় এসে কোথায় উঠেছেন তা জানার আগ্রহ ছিল অনেকেরই। একেকবার শোনা যাচ্ছিল তিনি যাদবপুরে সভা করবেন।

পরের দিন রাতে যাবেন গার্ডেনরিচে। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদীপ ভট্টাচার্যকে তাঁদের রাজ্য সভাপতি কোথায়, এ-প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তিনি বলেন, এ-বিষয়ে হয়ত নির্বেদ রায় কোনও খবর দিতে পারেন। ওঁকে ফোন করুন। নির্বেদ রায়ের কাছে এ-বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি কি অধীর চৌধুরীর সেক্রেটারি যে জানব।

তিনি কোথায় উঠেছেন, কোথায় আছেন? এরপর কৃষ্ণা দেবনাথ,

দেবব্রত বসু এমনকী পরদেশ কংগ্রেস দফতরে বারংবার ফোন করেও এ-বিষয়ে কোনও খবর জানা যায়নি। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দেন। রাত দশটা বেজে যাওয়ার পর অধীর চৌধুরী গিয়ে পৌঁছান গার্ডেনরিচে। সেখানে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাইক বাজানোর কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস একটা ডুবন্ত জাহাজ।

সেখানে অধীর চৌধুরীর মতো সেনাপতি কেন, স্বয়ং ঈশ্বর এলেও বোধহয় কোনও উপকার করতে পারবেন না। কান পাতলেই শোনা যাবে, এতদিন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি কেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির আসনে প্রদীপ ভট্টাচার্যকে বসিয়ে রেখেছিল? এক বছর আগে অধীর চৌধুরীকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বে আনা যেত না।

রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের ধারণা, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ধারণা ছিল এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের গোপনে অথবা প্রকাশ্যে জোট তৈরি হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। রাহুল গান্ধীকে যেমন অনেকদিন আগেই আসরে আনা হয়নি, অধীর চৌধুরীর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হয়েছে। তাই কারও কারও আশঙ্কা, কোনও কোনও আসনে হয়ত তৃতীয় অথবা চতুর্থ স্থানেও চলে যেতে পারে কংগ্রেস।

মেয়েদের নিয়ে বাঁকুড়ায় মুনমুনের নির্বাচনী প্রচার

দুই মেয়ে রিয়া ও রাইমাকে নিয়ে বাঁকুড়া তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুনমুন সেন মঙ্গলবার পয়লা বৈশাখ নির্বাচনী প্রচারের সঙ্গে রোড শো-য়ে অংশগ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, ওঁরা আসছেন শুনে বাঁকুড়ার মেজিয়ার বাগানগড়া এলাকায় ভিড় জমিয়ে ছিলেন অগণিত মানুষ। বিকেল পৌঁনে পাঁচটা নাগাদ হুডখোলা জিপে করে তাঁরা আসছেন, এ-কথা শোনামাত্রই এলাকার আবাল বৃদ্ধ-বনিতা ছুটে আসেন তাঁদের দেখতে। চারদিকে কাতারে কাতারে মানুষ। সবাই চাইছিলেন একবার অন্তত জিপের একেবারে কাছে গিয়ে তাঁদের স্পর্শ করে দেখতে। মঙ্গলবার অর্থাৎ পয়লা বৈশাখের এগারো দিন আগে মুনমুন পা রেখেছিলেন বাঁকুড়ায়।

পয়লা বৈশাখ বিকেল ৪টে নাগাদ তিনি কলকাতায় এসে সরাসরি মেজিয়ায় পৌঁছে যান সেখানকার বাগনগড়া এলাকার একটি কালী মন্দিরে মায়ের সাফল্য কামনা করে পুজো দেন রিয়া-রাইমা। সেখান থেকে শুরু করে মেজিয়া বাজার, শ্যামপুর হয়ে গঙ্গাজল ঘাঁটি ব্লকের দুর্লভপুরে পৌঁছে রোড-শো শেষ হয়। এই রোড-শোয়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা যায় স্থানীয় মেয়েদের মধ্যে। জিপ ঘিরে অনেকে দৌড়তে থাকেন।

একসময় রাস্তায় জিপ খারাপ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দুই মেয়ে ও তাদের মা'কে অন্য গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। কোনও কোনও জায়গায় মুনমুন গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথাও বলেন। চলার পথে বাইরি সম্প্রদায়ের মেয়েদের তিনি কাছে ডেকে নেন। বাড়ির ছাদে, গাছের মাথায় সর্বত্র গিজগিজ করছিল লোকজন। গঙ্গাজল ঘাঁটির পঞ্চায়েত এলাকায় ব্যারিকেড ভেঙে যায়। কিন্তু মুনমুনকে কোথাও একটুও বিচলিত হতে দেখা যায়নি।

উন্নয়নই তৃণমূল কংগ্রেসের হাতিয়ার: পার্থ

বুধবার ১৬ এপ্রিল বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতিতে ক্যালকাটা জার্নালিস্ট ক্লাবে আয়োজিত 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে তৃণমূল কংগ্রেসেরর মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রাজ্য ও দেশগড়ার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালে নানান পিছিয়ে পড়া ঘটনার সঙ্গে তাঁদের আমলের উন্নয়নের খতিয়ান সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি সবিস্তারে

ছবি: অভিমন্যু দাস

জানান, কেন্দ্রীয় সরকার কোনখাতে কত টাকা থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। সাম্প্রতিককালে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তাঁর ও তৃণমূল কংগ্রেসের যেভাবে কঠোর সমালোচনা করেছেন, তার প্রত্যুত্তরে পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, আগে ওঁকে রাজ্যটা ঘুরে দেখতে বলুন। তাঁকে মনে রাখতে হবে, রাজ্যটা বহরমপুর ক্লাব নয়। তিনি এদিন স্পষ্টভাবে জানান, কেন্দ্রে সরকার গঠনে তাঁরা কখনই বিজেপি'র সঙ্গে হাত মেলাবেন না। সভায় সভাপতিত্ব করেন ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের সভাপতি হিমাংশু চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রান্তিক সেন।

প্রদেশ কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রকাশ

পয়লা বৈশাখ প্রদেশ কংগ্রেসের ইস্তাহার প্রকাশ করলেন রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরী। সেখানে অভিযোগ করা হয়েছে, ১০০ দিনের কাজে দেশের মধ্যে এই রাজ্যের স্থান ২৪তম। শ্রী চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলি রাজ্য সরকার নিজেদের প্রকল্প বলে চালাচ্ছে। খাদ্য সুরক্ষা আইন পশ্চিমবঙ্গে চালু না হওয়া প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, এই আইন বলবৎ করা হলে রাজ্য সরকারের একটি পয়সাও খরচ হত না। কিন্তু এই আইন বলবৎ না হওয়ায় গ্রামের ৭৫ ভাগ মানুষ ও শহরের ৫০ ভাগ মানুষ দু'টাকা কিলোধরে চাল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হলেন। পরিসংখ্যান তুলে ধরে ইস্তাহারে দাবি করা হয়েছে, গত দু'বছরে রাজ্যে শিল্পায়ন থমকে দাঁড়িয়েছে।

সেখানে কড়া সমালোচনা করা হয়েছে সারদা কেলেঙ্কারি সম্পর্কেও। তৃণমূল কংগ্রেসের, বিজেপি'র বিরোধীতা প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেন, কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ হল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। আর রাজনৈতিক বাধ্য বাধকতার কারণে, সংখ্যালঘুদের কাছে যাতে ভুল বার্তা না যায়, সেই কারণে মমতা বিজেপি'র বিরোধীতা করছেন।

সিপিএম ও বিজেপি'কে ভোট না দেওয়ার ডাক মাওবাদীদের

কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতক ও দুর্নীতিগ্রস্ত। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁদের দল বিজেপি ফ্যাসিস্ট ও গণ হত্যাকারী। নির্বাচনের প্রাক্কালে তাই নরেন্দ্র মোদির চরম বিরোধিতা করে বিজেপিকে একটা ভোটও না দেওয়ার আহ্বান জানালেন মাওবাদীরা। তাঁদের মুখপাত্র অভয় এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদের মদতদাতা কংগ্রেস দশ বছর ক্ষমতায় থেকে দুর্নীতির পাহাড় গড়ে তুলেছে। কংগ্রেস জমানায় দেশের সংসদীয় ইতিহাসে রেকর্ড পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে।

অভয়ের মতে, দুর্নীতির দিক থেকে বিজেপি'র সঙ্গে কংগ্রেসের বিশেষ ফারাক নেই। আরএসএস ও বিজেপি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদিকে চাইছে। **গোধরাকাণ্ডের হত্যাকারী মোদি চরম হিন্দুত্বের হাওয়া সামনে রেখে নির্বাচনী যুদ্ধ পার হতে চাইছেন। শুধু বিজেপি ও কংগ্রেস নয়, তার সঙ্গে সিপিআই(এম)-এর বিরুদ্ধেও মাওবাদীরা সরব হয়েছে। তবে অন্যান্য বারের মতো এবারেও তারা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন। ইভিএম-এ 'নোটা' বোতাম নিয়ে অভয়ের বক্তব্য, যদি বোতাম টিপে ভোট বাতিল করার অধিকার সাধারণ মানুষদের দেওয়া হত, তাহলে 'অবাধ ও শান্তিপূর্ণ' ভোটের নামে দেশে কয়েক লক্ষ পুলিশ মোতায়েন করতে হচ্ছে কেন?** ■*নারদ গায়েন*

লোডশেডিং-এ জেরবার ক্যানিং

প্রতীক দে চৌধুরী, ক্যানিং: গরমের আঁচ যতই প্রবল হয়ে উঠছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এই অঞ্চলে লোডশেডিং-এর দাপট। পরীক্ষার মরসুমে নাজেহাল ছাত্রছাত্রীরা, অপরদিকে বাজার সামলাতে বিদ্যুৎহীনতায় নাকাল ব্যবসায়ীরা। কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার স্থানীয় শাখার আধিকারিকরা ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তারা এটিকে রাজ্যের সামগ্রিক সমস্যা বলেই দায় এড়াচ্ছেন।

সী মা না ছা ড়ি য়ে

কুমায়ূনের পথে নন্দাদেবীর পদতলে

অনিমেষ সাহা

(গত সংখ্যার পর)

রূপকুণ্ড পার হতে গিয়ে ত্রিশুল, চননিয়াকোট থেকে বিশাল তুষার ঝড় রাজা যশোদয়ালের কাহিনীর যাত্রার ইতি ঘটিয়ে দেয়। তাই কুমায়ুনবাসীর বলেন তাঁদেরই মৃতদেহের কঙ্কাল আজও রূপকুণ্ডে পড়ে আছে। এই ঘটনা চতুর্দশ শতকের বলে ধরা হয়।

রূপকুণ্ডের যাত্রা বহুদিন ধরে হয়ে আসছে। পুরাণে সঙ্গে এই ইতিহাস মিলে সত্যি মিথ্যা সব এক হয়েছে। কিন্তু বড় নন্দাযাত্রার যে ইতিহাস জানা যায় তা ১৮৮৬, ১৯০৫, ১৯২৫, ১৯৩১, ১৯৫১ সালের কথা। তার আগের ঘটনা। জনশ্রুতি হাজার হাজার মানুষের এই যাত্রা ১৯৫১ অবধি কেউ হোমকুণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি।

দুর্গাপুজোর দিনগুলো মা ভগবতী তার পিতৃগৃহে গিয়েছেন। এই পথ দিয়েই হয়ত নেমে গিয়েছেন। এই সমস্ত অনুভব যেন আমাকে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করে তুলল। পথের পাশে সবুজ শৈবালদাম, ছোট ছোট ঝোপ, কোন কোন স্থানে আলো প্রবেশ নিষিদ্ধ, কিছুটা স্যাঁতস্যাঁতে, ঝিঁ ঝিঁ পোকার অনবরত কলরব। এক শান্ত নীরব গা ছমছম করা অনুভবের সৃষ্টি করে। লোহাজঙ্গ থেকে কিছুটা উৎরাই-এর পর চড়াই শুরু হয়। পথের ধারে বড় বড় পাথরগুলো আমার দিকে হাঁটার পর দেখি আমাদের দলের বেশিরভাগ সদস্যই চলে গিয়েছে। পথের শুরুতেই প্রদীপ্তর হাঁফ ধরা দেখে আমি চিন্তিত হলাম। কেদার সিং-এর কাছে তার দায়িত্ব দিয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। আজ আমাদের পৌঁছানোর লক্ষ্য ছিল 'দিদনা'। বিকেল হয়ে আসছে। দূরপ্রান্তে আলো ফুরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত আসতে লাগল। যদিও তখন সব কিছু স্পষ্ট কিন্তু তার মধ্যেই দিদনা পৌঁছাতে হবে। একটি প্রাণান্তকর চড়াই উঠেই দেখি দুটি পথ সামনে। একটি চলেছে চড়াই অন্যটি উৎরাই। চড়াই পথটি ঝুড়ো মাটির পথ। উৎরাই পথটি বেশ পাথর ছড়ানো। এ যে কোনও মানুষের তৈরি তা দেখেই বোঝা গেল। শরীর অবসন্ন, ক্লান্ত, মুখের ভেতরটা অদ্ভুত রকমের তেতো হয়ে গিয়েছিল। তাই উৎরাই পথটা দেখে মন বেশ আনন্দে ভরে গেল। কিন্তু দিক ঠিক করতে না পেরে কিছুটা বসে রইলাম। কিন্তু প্রদীপ্ত আর কেদার সিং-এর দেরি দেখে ঠিক করলাম এগিয়েই যাব। যত নীচের দিকে যাচ্ছি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাড়াতাড়ি নিয়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। হাফ কিলোমিটার চলে আসার পর দেখি ধীরে ধীরে বড় বড় গাছের জঙ্গল আমায় ঘিরে ধরেছে। নদীর সোঁ সোঁ করে গর্জন তীব্র হচ্ছে। আর দূরে শুনতে পাচ্ছি এক তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ। মনে হল নীচে কোনও গ্রাম আছে তাই বাচ্চারা যেন মনে হয় খেলা করছে। কিন্তু যতই নীচের দিকে নামছি তত সেই বাঁশীর শব্দ বেজেই চলেছে। ধীরে ধীরে ভয় আমাকে গ্রাস করল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি কোনও মানুষের চিহ্নমাত্রও নেই। দূরে কোথাও কোনও গ্রামের অস্তিত্ব নেই। পায়ের পেশিগুলিতেও অসম্ভব রকমের টান ধরেছে। ততই নিজেকে সামালে নিয়ে নামতে যেতেই আবার সেই তীক্ষ্ণ বাঁশীর আওয়াজ আমাকে থমকে দিল। চেয়ে দেখলাম সামনের পাহাড়ের ওপরে একটা বাচ্চা ছেলে একটি পতাকা নাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম আমার পথ ভুল হয়েছে। জোরে জিজ্ঞাসা করলাম - আমার বন্ধুদের দেখেছ? উত্তরে বলল তারা ওপরে গিয়েছে। অর্থাৎ আমাকেও ওপরে যেতে হবে।

কিন্তু অবসন্ন শরীরে শুয়েই পড়লাম পাথরের ওপরে। কিন্তু ছেলেটি তার বাঁশি বাজিয়েই চলেছে তাই তাড়া খেয়ে ওপরে উঠে আসতে হল।

ততক্ষণে ছেলেটিও নিচে নেমে আমার অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। বছর বার বয়সের ছেলেটি পায়ে গামবুট হাতে একটা কাটারী নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই অবসন্ন শরীরে তাকে দেখে আমার মনে হল যে স্বয়ং ঈশ্বর এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছেন। কেন জানি না ছেলেটিকে আমার ভগবানের রূপ বলে মনে হতে লাগল। তা না হলে আরও কত নীচে যে নেমে যেতাম কে জানে। অন্ধকারে জঙ্গলে কি হত সেই কল্পনা করেই এখনও শিহরিত হল। মনে হল ছেলেটিকে কিছু পয়সা দিই বা চকলেট। কিন্তু আমার শরীরে তখন কোনও ক্ষমতা নেই যে তাকে ব্যাগ থেকে কিছু বের করে দিই। শুধু তার দিকে তাকিয়ে নিজের মনের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিলাম। তার দিকে তাকিয়ে শুধু বললাম আমাকে একটু জল দেবে। দৌঁড়ে গিয়ে একটি ঘটিতে করে জল এনে দিল। আর আমায় বলল ক্ষেতের ধার ধরে কিছুদূর গেলেই পথ পেয়ে যাবে। আমি নিশ্চিন্ত মনেই এগিয়ে যেতে লাগলাম। কিন্তু পাথুরে রাস্তা। প্রাণান্তকর চড়াই আমার শরীরের সমস্ত ইচ্ছাটুকু শোষণ করে নিচ্ছিল। কিন্তু কিছুদূর যেতেই দেখি পথ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, সামনে বড় বড় গাছ। আমি আবার বসে পড়লাম। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। মনকে শক্ত করতে লাগলাম কিন্তু যাব কোন পথে? আবার ভয় ঘিরে ধরল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর ঘোড়ার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ শুনতে পেলাম। ঠিক করলাম, ঘোড়া থাকলে তার মালিকও থাকবে। তাই সেই শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। কিছুদূর যেতেই দেখি সত্যিই একটি ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

শ রী র নি য়ে ক থা

সানস্ট্রোক থেকে বাঁচুন

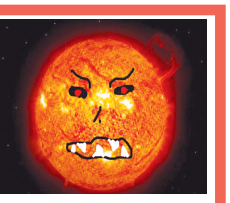

ডাঃ সুতনু সরকারে'র পরামর্শ অনুযায়ী লিখছেন আমাদের প্রতিনিধি অভিমন্যু দাস।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পুরুলিয়ার ঝালদায় এসেছে স্বপন। মামাতো ভাই তপন ও পাশের বাড়ির শিলা তিনজনে ঠিক করল সাইকেলে করে কাছে টিলা অঞ্চল থেকে ঘুরে এলে দারুণ হয়। সকাল ছ'টায় বেরোনোর সময় খেয়াল ছিল না যে, মাথার টুপি কেউ নেয়নি। কিন্তু বেলা ন'টা বাজতে বাজতেই রোদ চড়া হয়ে উঠল। চড়াই পথে ওঠার সময় তিনজনেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। খানিকক্ষণ বাদে স্বপনের চোখমুখ কেমন লাল হয়ে গেল। রীতিমতো শ্বাসকষ্ট বোধ করছে সে। ওরা ঠিক করল আর এগোনো উচিত নয়। কিছু দূর ফিরে আসার পর দেখা গেল স্বপনের গা রীতিমতো লাল হয়ে আছে। কোনও ঘাম নেই। অথচ হাতে-পিঠে লাল লাল দাগ। ওকে সাইকেলে ভর দিয়ে খানিক দূর টেনে আনার পর দেখা গেল প্রলাপ বকতে শুরু করেছে সে। আরও খানিকটা আসার পর ভাগ্য ভাল একটা ট্রেকারের দেখা মিলল। ট্রেকার চালক বললেন, তোমাদের কাছেই হেলথ সেন্টারে পৌঁছে দিচ্ছি। হেলথ সেন্টারে চিকিৎসার পর দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাঃ মুর্মু বললেন, তোমরা ঠিক সময় ওকে নিয়ে এসেছো। এই হল হিটস্ট্রোক বা সানস্ট্রোক হওয়ার পূর্ব লক্ষণ।

এই ধরনের ঘটনা গরমকালে প্রায়ই ঘটে থাকে। হিটস্ট্রোক না হলেও 'হিটএক্সজশান'-এ আমরা আক্রান্ত হই। এটা হয় আমাদের শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের কাজে ব্যাঘাত হওয়ার জন্য।

এইসময় শরীরের তাপ স্বাভাবিক মাত্রায় আনার জন্য ফ্যান চালিয়ে বা এসিতে নিয়ে গিয়ে ভিজে কাপড় চাপা দিতে হবে। সামান্য বরফ দিয়ে মুড়ে দিতে পারলে আরও ভাল হয়। অতি অবশ্যই সালাইন দিতে হবে। বাড়িতে হলে চিনি-লবণ মিশিয়ে জল খাওয়ান। আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা নির্ভর করছে - কতটা ডিহাইড্রেশন হয়েছে তার ওপর। অর্থাৎ শরীর থেকে প্রয়োজনীয় জল কতটা নিঃসৃত হয়ে গিয়েছে তার পরিমাণের ওপর।

হিটএক্সজশান:

এক্ষেত্রে শরীর প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকে। পায়ে খিঁচুনি ধরে। একে বলে হিট ক্রাম্প। তখন হাত-পা স্ট্রেচ করতে হবে। লবণাক্ত জল খেতে হবে। শরীর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠান্ডা করে দেহের উত্তাপ কমাতে হবে। ঠাণ্ডা জল দিয়ে শরীর ধোয়াতে হবে। হাত-পা ম্যাসাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সবসময় যতটা সম্ভব জল খেতে হবে। দেহের তাপমাত্রা অতিরিক্ত বাড়লেই স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

জল কীভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়:

১) শ্বাস-প্রশ্বাস, ২) ঘাম, ৩) প্রস্রাব, ৪) মলত্যাগ।

জল কতটা বেরিয়ে যাচ্ছে তা নির্ভর করে:

১) কী পরিমাণে জল ও খাদ্য গ্রহণ করা হচ্ছে, ২) কতটা ব্যায়াম করা হচ্ছে, ৩) কী ধরনের কাজ করতে হচ্ছে, ৪) পরিবেশের তাপমাত্রার আর্দ্রতা কতটা, ৫) সমুদ্র থেকে আমরা কতটা উচ্চতায় আমরা আছি।

কী কী করবেন:

মনে রাখবেন যেখানে ঘাম কম হয় সেখানে সানস্ট্রোক হতে পারে। এসব জায়গায় জল যতটা পারেন বেশি করে পান করুন। ঠাণ্ডা জায়গায় থাকুন। আমাদের রক্তের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৬ ডিগ্রি। এই সমতা বজায় না থাকলেই শরীর অসুস্থ হয়ে পড়বে। শ্বাসক্রিয়া ও প্রস্রাবের মাধ্যমে যে জল বেরোয় তার মাত্রার তারতম্য ঘটে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার ওপর। অতিরিক্ত ডি-হাইড্রেশন হলেই তাপ জনিত অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। হিটএক্সজশান ও হিটক্রাম্পের ক্ষেত্রে বাইরে সব ঠিক থাকে। কিন্তু দেহের আভ্যন্তরীন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। তাই এর থেকে রক্ষা পেতে গেলে - ১) কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর যতটা পারেন জল খান, ২) লবণযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করুন, ৩) সুতীর জামা অথবা এমন জামাকাপড় পড়ুন যাতে ঘাম বাষ্পীভূত হতে পারে, ৪) বাইরে ঘোরাঘুরির কাজ করতে হলে ছাতা বা টুপি ব্যবহার করুন, মাঝেমধ্যে ছায়ায় বিশ্রাম নিন, ৫) সানগ্লাস পড়লে চোখ একটু স্নিগ্ধ লাগে ঠিকই এর সঙ্গে দেহের তাপমাত্রার কোনও সম্পর্ক নেই।

যাওয়ার আসার পথে-পথে

মরদগুলো মদের টাকা হলেই কেটে পড়ে

দীপককুমার বড়পাণ্ডা

কয়েকদিন আগে গিয়েছিলাম কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডে, ধাপা এলাকায়। বাইপাস থেকে নেমে যাচ্ছি, চারদিকে ছোটো ছোটো ঝুপড়ি বাড়ি। চাষের ক্ষেত। অনেকটা যাওয়ার পর পৌঁছালাম খানাবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে। তেমাথার মোড়টায় বাগদের বাড়িতে বেশ জোরে কীর্তন হচ্ছে। ভর দুপুরে ভক্তমণ্ডলী মন দিয়ে কীর্তন শুনছেন। কীর্তনিয়া নেচে নেচে তালে তালে সুন্দর করে বোঝাচ্ছেন কীর্তন শোনার মাহাত্ম্য। বেশ একটা নাটকীয় পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর কারোর বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না। সবাই কেমন বিভোর হয়ে আছেন। অবশ্য বাগ'রা এঁদের প্রসাদ খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

কীর্তনের আসরের বাইরে একটু অন্যদিকে যাই। কিছুক্ষণ আগে কলকাতা পুলিশের গাড়িটা এই এলাকা দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। গাড়িটা যতক্ষণ এখানে ছিল ততক্ষণ তিনি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন। এখন বেরোলেন। নতুন লোক দেখে ছোট ছোট চোখে মানুষটা তাকালেন। খানিকটা দূরত্ব রেখেই জানতে চাইলেন,

- আপনি পুলিশ নয় তো?
- না, পুলিশ হলে আপনার কী?
- না, মানে এই আর কী!
- বলুন না, কোনও সমস্যা হয়েছে?
- সমস্যা নয়, মদ খেয়েছিতো, পুলিশ ধরলেই এখন দু-তিনশ টাকা খসে যাবে। পুলিশের ভয়েই ওখানে লুকিয়ে বসেছিলাম।

এইভাবে কিছুক্ষণ কথা চলার পর আরও কয়েকজন এসে জড়ো হলেন। এঁরা সবাই কলকাতা কর্পোরেশনের ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। এঁরাও মদ খেয়েছেন। মদ খাওয়ার চিরাচরিত কারণগুলোও বলেছেন। বেশিরভাগ মানুষ মদ খাওয়ার নানারকম এই কারণগুলো বলে নিজেদের ভিতরটা শক্ত রাখতে চান। 'আমাদের এইসব বড় বড় মাছের ভেড়িতে শীতের দিনেও জলে অনেকক্ষণ থাকতে হয়। খুব পরিশ্রমের কাজ। আমাদের মনে খুব দুঃখ। সেজন্যই সকালবেলা একটু মদ খাচ্ছিলাম।'

সেই দুঃখের বারমাস্যা এখানে নানাভাবে শোনা গিয়েছে। এলাকার ঠিকানা

খানাবেড়িয়া, ধাপা, কলকাতা - ৭০০ ১০৫। কলকাতা শহরের সমস্ত জঞ্জাল ফেলার জায়গা এটি। আর এখানকার মানুষের মূল জীবিকা সেই ধাপার জঞ্জালের পাহাড় ঘেঁটে কাঠ এবং নানান প্রয়োজনীয় জিনিস খুঁজে বার করা। সংগ্রহ করা কাঠে রান্না হয়। আর সংগৃহীত অন্যান্য জিনিস বিক্রি করে প্রতিদিনের খাবার জোটে। সংগ্রহের মধ্যে বেশি পাওয়া যায় বাচ্চাদের খেলনা, প্লাস্টিকের নানা জিনিস, কোনও কোনও সময় সোনা-রুপোও মেলে।

সারাদিন খাটলে রোজগার হয় একশ থেকে দেড়শ টাকা। বাড়ির মহিলারাই সাধারণত এই কাজ করেন। এখানকার সংসার চলে ময়লা ঘেঁটে এবং সেটাই মহিলাদের রোজগারের একমাত্র উৎস। বাড়ির পুরুষেরা অনেকে মাছের ভেড়িতে কাজ করেন। কেউ কেউ সব্জিক্ষেতে মজুরের কাজ করেন। তবে এঁদের অনেকেই দিনের বেলাতে কাজের সময়েও মদ খেয়ে ঘুরে বেড়ান। এরজন্য এখানকার মহিলারা কেউ কেউ বলেন, 'মরদগুলোর মদের টাকা হয়ে গেলেই কাজ শেষ করে দেয়। টেনেটুনে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলে কেটে পড়ে। সংসারের সবার বিশেষ করে ছেলে-পুলেদের পেটের কথা আমাদেরই ভাবতে হয়। এই ক্ষোভ থেকেই এখানকার মধ্য তিরিশের কৃষ্ণা মণ্ডল বলে ফেলেন, ওই নোংরা জায়গাতেই পড়ে থাকতে হয়। এখানে যত নোংরা ঘাঁটব তত টাকা।'

(এরপর তেরো পাতায়)

সৎভাবে ব্যবসা করেও বিচার পাচ্ছেন না জাকির হোসেন

হিমাংশু চট্টোপাধ্যায় : মুর্শিদাবাদের ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি আয়কর দিই, অথচ রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তেমন কোনও সাহায্য পাই না - কথাগুলি বললেন জঙ্গিপুরের অত্যন্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী মহঃ জাকির হোসেন। ওদের পারিবারিক ব্যবসার অন্তর্গত শিব বিড়ি, বর্তমানে দেশের সর্বত্র বিক্রি হয়। মহঃ জাকির হোসেনের বড়দা হরজ আলি বিশ্বাস প্রথমে এ ব্যবসা শুরু করেন। সেও প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। পরবর্তী সময়ে জাকির এই ব্যবসায় যোগ দেন জাকির। সারা দেশের মধ্যে হরিয়ানা, রাজস্থান, দিল্লিতে-এর চাহিদা সর্বাধিক। পশ্চিমবাংলা তো বটেই বাংলাদেশের মানুষেরাও এই বিড়ি নিয়মিত উপভোগ করেন। এছাড়াও তারা অয়েল মিল, রাইস মিল, স্কুল, কলেজ-সহ এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গবাদে ইতিমধ্যেই তাদের তত্ত্বাবধানে বি.এড. কলেজ গড়ে উঠেছে। শুধু বি.এড. নয়, সেখানে ডি.এড.-ও পড়ানো হয়।

মহম্মদ জাকির হোসেন

মানুষের দুঃখ, কষ্টে সবসময় কাতর হয়ে পড়েন জাকির হোসেন। পুজো, ঈদ, শীত, বর্ষা সবসময় তিনি গরীব মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। খুব ইচ্ছে মেডিকেল কলেজ করার। এই নিয়ে পিপিপি মডেলে মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলার জন্য সবরকম আইনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তিনি মেডিকেল কলেজ করার অনুমতি পাননি। অথচ তাঁর প্রতিপক্ষের অনেক কমজোরি হলেও তাদের এই বরাত দেওয়া হয়েছে। একটি আধুনিক ফ্লাওয়ার মিল গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত ৭৫ শতাংশ, প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা এখনও বিচিত্র কারণে রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরে আটকে রয়েছে। অথচ রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের মন্ত্রী মুর্শিদাবাদেরই বাসিন্দা। নিরহঙ্কারী, আদ্যন্ত ভদ্রলোক জাকির হোসেন বললেন, সৎভাবে ব্যবসা করা মানুষের সুখ-দুঃখে সামিল হওয়া কি অন্যায়? এর উত্তর দেওয়ার মতো মানুষের সন্ধান পাওয়া খুবই দুষ্কর বলে মনে করেন তিনি।

লোকসভা নির্বাচন

(একের পাতার পর)

সমর্থনে প্রার্থী দেওয়া। সব মিলিয়ে চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থা। রাজ্যবাসীর প্রশ্ন ফেডারেল ফ্রন্টের সম্ভাবনা ভেস্তে যাওয়ার পর এটা পরিষ্কার মমতাকে হয় বিজেপি নয়ত কংগ্রেসের সঙ্গে যেতেই হবে।

অন্যদিকে মমতার স্বপ্ন যদি সত্যি সার্থক হয় তাহলে ভোটের পর গড়তে হবে ফেডারেল ফ্রন্ট। যাকে সমর্থন দেবে কংগ্রেস বা বিজেপি। এ সম্ভাবনা প্রায় নেই বল্লেই চলে। কারণ, মূলায়ম, মায়াবতী, জয়ললিতা, নীতিশ, লালু, করুণনিধি, নবীন-এরা সকলেই ট্রাপিজের খেলায় অত্যন্ত দক্ষ খেলোয়াড়।

এরা সুযোগ-সুবিধা মতো রাজ্যের স্বার্থে অবস্থান বদল করতে ওস্তাদ। এদের নিয়ে বৃহৎ শক্তিতে বাদ দিয়ে ফেডারেল ফ্রন্ট কল্পনামাত্র। তাই বিপুল সম্ভাবনা জাগিয়েও মমতা ধীরে ধীরে বিভ্রান্তিতে চলে যাচ্ছেন।

এভাবে চলতে থাকলে রাজ্যের আর্থিক উন্নতি তো দূরঅস্ত বরং রাজনীতির ফাঁসে আরও দম বন্ধ হয়ে আসবে এ-রাজ্যের।

তাই ভবিষ্যতে উন্নতির আশায় যদি কেন্দ্রের সরকার গড়ার মতো বৃহৎ শক্তিকে এ রাজ্যের মানুষ বেছে বেছে নেয় তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

ক্ষোভ বাড়ছে মানুষের

(একের পাতার পর)

ব্যবহার হতে থাকে। এখন জলের জন্য তাই তীব্র হাহাকার দেখা দিয়েছে। সাতগাছিয়া, কামরা, বুড়ুল অঞ্চলে জল ঠিকভাবে সরবরাহ হচ্ছে না। জল পৌঁছালেও সরবরাহ সামান্য।

জনস্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানালেন, বাম আমলে আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল ঘরে ঘরে সংযোগের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ছিল। এই প্রকল্পের যা উৎপাদন ক্ষমতা পাড়ার মোড়ে মোড়ে ট্যাপ কলের মাধ্যমে সরবরাহের কথা। কিন্তু ভোটের রাজনীতির চমক দিতে গিয়ে বাম জমানায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখন মানুষের ক্ষোভ গিয়ে পড়ছে শাসক তৃণমূলের ওপর। ওই আধিকারিক বলেন, খুব শীঘ্রই জলের উৎপাদন এবং কিছু রিজার্ভার বাড়ানো হবে জলের সমস্যা মেটানোর জন্য। কিন্তু তা কি এবারে গরমের সময় আদৌ সম্ভব হবে। উত্তর নেই।

অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূ, গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্তি: শনিবার রাতে উস্তি থানার কেচিলি গ্রামে অগ্নি দগ্ধ হয়ে রিজিয়া বিবি (২৩) নাম এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়। তাঁর আড়াই মাসের একটি পুত্র সন্তান আছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২ বছর আগে বাগ'রা গ্রামের বাসিন্দা এই বধূর সঙ্গে জানা আলি লস্করের বিয়ে হয়। বেশ কয়েকমাস থেকে তাঁদের মধ্যে অশান্তি চলছিল। এদিন ওই বধূর চিৎকার শুনে স্থানীয় মানুষ ছুটে এসে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ দেখে বাণেশ্বরপুর পুরস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতের দাদা রহিম লস্কর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে, তাঁর বোনের স্বামী, শাশুড়ি, দেওর গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। কিছুদিন ধরেই নাকি শ্বশুর বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া জানিয়ে রিজিয়ার ওপর অত্যাচার চালাত। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জানা আলিকে গ্রেফতার করলেও বাকি তিন জন পলাতক। দেহটি ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। জানা আলি লস্করকে পুলিশ আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজত দিয়েছেন।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মনোনয়নপত্র নেওয়া শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর: গত ১৭ এপ্রিল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চারটি লোকসভা আসনে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হল। প্রথম দিনই মোট ১১ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রতিমা মণ্ডল নস্কর, এসইউসিআইয়ের প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডল এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং জেলার প্রবীণ নেতা গোবিন্দ নস্কর এদিন তৃণমূল প্রার্থীর সঙ্গে ছিলেন। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার এবং বিএসপি প্রার্থী অনন্য সরকারও মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। যাদবপুর কেন্দ্রের এসইউসিআই প্রার্থী ও বিএসপি প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। মথুরাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তপন নস্কর, কংগ্রেসের মনোরঞ্জন হালদার এবং ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের পিডিএস প্রার্থী সমীর পুততুন্ড এদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন।

বাংলাদেশে অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছেছে

(একের পাতার পর)

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিতে পর্যন্ত ছাপা হতে শুরু করে হিন্দুদের খুন, জখম, ধর্ষণ ও ভিটে ছাড়া করার অজস্র খবর। সেই সময় নাকি বিএনপি সরকারের শরিক দলগুলি রাস্তায় মিছিল করে স্লোগান দিয়েছিল - একটা দুটো হিন্দু ধর, সকাল বিকাল নাস্তা কর।

শেখ হাসিনা সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন চেষ্টা করে গিয়েছেন, জামায়াতে ইসলামী ও মৌলবাদীদের দাপট নিয়ন্ত্রণে রাখার। গ্রামে গ্রামে আধা সামরিক সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীও মোতায়েন করা হয়। কিন্তু মোল্লা মৌলবীদের দাপটে ক্রমশই জঙ্গি ইসলামী মনোভাব ও সংখ্যালঘুদের প্রতি নির্যাতন বাংলাদেশে বেরেই চলেছে। সম্প্রতি শহুরে তরুণ সমাজের মধ্যে উদারনৈতিক আন্তর্জাতিক মনোভাব বেড়েছে। যাঁদের আন্দোলনে একাত্তরে দালাল ঘাতক নির্মূল কমিটি সাফল্য পেয়েছে রাজাকার ও মৌলবাদী জঙ্গি নেতাদের ফাঁসি ও আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার। কিন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৌলবাদী কাজকর্ম শরিয়ত বিধি-বিধান মানতে মানুষকে বাধ্য করার ঘটনা বেড়েই চলেছে বলে ওই দেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বহু জায়গায় নাকি সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সাংস্কৃতিক কাজকর্ম ও নারীশিক্ষার ওপরে বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনের সময় সাতক্ষীরা, যশোর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, লালমনির হাট, বগুড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, ভোলা, ফেলি, মৌলভী বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মণ্ডলের সদস্য এ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন 'আমরা যৌথবাহিনীর ও পুলিশ বাহিনীর কোনও ভূমিকাই দেখতে পেলাম না যখন সংখ্যালঘুদের ওপর উপর্যুপরি হামলা হতে থাকল। বিশেষ করে যশোরের অভয় নগর, মনিরামপুরের ঘটনা সভ্য জগতের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। এর পিছনে সরকার তথা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত ছিল না। একথা কি আমরা বলতে পারি। আমরা কি সরকারের কাছে বিচার পেতে আশা রাখতে পারি! যতদিন সংবিধানে এক পেশে ভাব রক্ষিত হবে, ততদিন সংখ্যালঘুদের ওপর এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে। এটা অচিন্তানীয় যে, সরকার বা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইন্ধন ছাড়া এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে ২০১১ সালে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনকে কেন্দ্র করে ২৭টি মামলা রুজু করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটিরও বিচার করা হয়নি। 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ১৫০০ দিন' তিন খণ্ডে প্রকাশ করে শাহরিয়ার কবির দেখিয়েছেন প্রায় ১০ হাজারের মতো ঘটনা রয়েছে যেখানে হিন্দুদের ওপর সহিংসতা, তাদের বাড়ি-ঘর লুট, জমি-বাড়ি-সম্পদ দখল, মুর্তি ও মন্দির ধ্বংস, মুক্তিপণ ও চাঁদা আদায়, নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির খবর রয়েছে। অথচ এই সবের কিছু বিচার হয়নি। এ সম্পর্কে বিস্তৃত প্রতিবেদন বেরিয়েছে বাংলাদেশের জনকণ্ঠ পত্রিকার ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সংখ্যায়। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জনগণনা ১৯৭৪ থেকে ২০১১'র শেষ জনগণনা অবধি দেখা যাচ্ছে হিন্দু জনসংখ্যা ১৩.৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৫ শতাংশ। 'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ' নামের একটি এনজিওর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ২০০৯ সালের ৬ মে এক নির্দেশে দেশের সরকারকে বলে, ২০০১ সালে সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রীক সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতি অত্যাচারের ঘটনাগুলির তদন্ত করে একটি রিপোর্ট জমা দিতে। সরকার একজন অবসর প্রাপ্ত জেলা জজের নেতৃত্বে তিন সদস্যের কমিশন গঠন করেন। ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল কমিশন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রিপোর্টটি জমা করে। রিপোর্টে মোট ৫৫৭১টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ৩৫৫টি খুনের অভিযোগ, ৩২৭০ টি ধর্ষণ ও আগুন লাগানোর অভিযোগ-সহ আরও মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে আজ অবধি সরকার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

তথ্য সৌজন্য: বিমল প্রামাণিক, স্মৃতিকা পত্রিকা।

জলপথে জাটুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মথুরাপুর: কাকদ্বীপের প্লট নম্বর ৮ জেটি থেকে ভেসেলে করে কুচিয়াবেড়িয়া পর্যন্ত মুড়িগঙ্গা নদীতে পাড়ি দিয়ে প্রচার চালাবেন মথুরাপুর (তপঃ) কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ চৌধুরীমোহন জাটুয়া। এই প্রচারে তিনি মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি সংস্কারের কাজ ও সাগরদ্বীপে বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ পৌঁছানোর সাফল্যের কথা উল্লেখ করলেন। রায়দিঘিতে স্টেডিয়াম নির্মাণের পাশাপাশি বিগত পাঁচ বছরে সাংসদ তহবিল থেকে ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা খরচের হিসেব তুলে ধরলেন।

সিনেমা-টিনেমা

জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী হলেও অন্তরাত্মায় তিনি বাঙালি

সঞ্জয় সরকার

হিন্দি চলচ্চিত্রে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার ও চিত্রপরিচালক গুলজার এবার ভারতীয় চলচ্চিত্রের 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কারে ভূষিত হলেন। তাঁর জীবন পরিক্রমা নিয়ে আমাদের প্রতিবেদন।

মুম্বাইয়ে তাঁর জীবন শুরু হয়েছিল গাড়ির গ্যারাজে কালিঝুলি মেখে স্প্যানার হাতে।

গুলজার

কিন্তু দরিদ্র উদ্বাস্তু হলেও তাঁর ধমনীতে বইত সাহিত্যের স্রোত। তাঁর বাবা মাখন সিং কালরা বার বার তাঁকে অনুপ্রাণিত করতেন স্প্যানার ছেড়ে কলম হাতে ধরার জন্য। ১৯৩৪ সালে ১৮ আগস্ট বর্তমান পাকিস্তানে ঝিলাম জেলার দিনা গ্রামে জন্ম হয় সুজন কাউরের এই সন্তানের। কলম হাতে নেওয়ার পর সম্পুরণ সিং কালরা নাম নেন গুলজার দিনভি। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক বিমল রায় এবং হৃষিকেশ মুখার্জির ইউনিটে তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের পরিক্রমা শুরু হয়। তাঁর বই রবিপার গ্রন্থে বিমল রায়ের কাজ ও সৃষ্টির সেই যন্ত্রণার আলেখ্য ফুটে উঠেছে। ১৯৬৩ সালে বিমল রায়ের বন্দিনী ছবিতে শৈলেন্দ্র'র অনুপস্থিতিতে তিনি লেখেন সেই বিখ্যাত গান 'মোরা গোরা অঙ্গ লাইলে'। শচীনদেব বর্মণের সুরে নূতনের লিপে এই গান গোটা ভারতকে পাগল করে দিয়েছিল। তাঁর লেখা স্মরণীয় গানগুলিতে সুর দিয়েছেন সলিল চৌধুরী (আনন্দ, মেরা আপনে), মদন মোহন (মৌসম), বিশাল ভরদ্বাজ (মাচিস, ওঙ্কারা, কামিনে), এ.আর. রহমান (দিল সে, গুরু, স্লামডগ মিলিয়োনার, রাবণ), শঙ্কর-এহসান-লয় (বান্টি অউর বাবলি)। তবে তাঁর জীবনের সব থেকে সফল সঙ্গী ছিলেন রাহুলদেব বর্মণ। যাঁকে তিনি তাঁর জীবনের নোঙর বলে বর্ণনা করেছেন।

পরিচালক হিসেবে:

আশীর্বাদ, আনন্দ, খামোসি এরকম বহু ছবিতে চিত্রনাট্য ও সংলাপ লেখার পর তিনি পরিচালনা করলেন ১৯৭১ সালে তাঁর প্রথম ছবি মেরে আপনে। তপন সিংহ'র বাংলা ছবি আপনজনের হিন্দি রিমেক এটি। মীনা কুমারী এই ছবিতে সেই ভূমিকাটি করেন যেটি বাংলায় করেছিলেন ছায়াদেবী। এরপর রাজকুমার মৈত্র'র বাংলা উপন্যাস 'রঙিন উত্তরণ' অবলম্বনে এবং হলিউডের সাউন্ড অফ মিউজিকের অনুপ্রেরণায় তৈরি করেন পরিচয়। এরপর পরিচালনা করেন সর্বকালের অন্যতম সেরা ছবি কোশিস। সঞ্জীব কুমার এই ছবিতে অভিনয় করে জাতীয় পুরস্কার পান। ১৯৫৮ সালে কে.এম. নানাবতী মামলা অবলম্বনে আব্বাসের লেখা কাহিনী নিয়ে তৈরি করেন আচানাক। যেটি সে বছর শ্রেষ্ঠ গল্প রূপে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার পায়। ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালীন কমলেশ্বরের কালি আঁধি উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি করেন সুচিত্রা সেনের জীবনের অন্যতম সেরা ছবি আঁধি। বিতর্ক ওঠে এই ছবিটি ইন্দিরা গান্ধীর জীবনী অবলম্বনে। তার ফলে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছবিটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

ফিল্মফেয়ার পুরস্কার অনুষ্ঠানে রাখি, অমিতাভ ও জয়ার সঙ্গে

জরুরী অবস্থা ওঠার পর দূরদর্শনে দেখানো হয়েছিল। এরপর শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই নিয়ে তৈরি করেন খুশবু। মৌসম ছবিটি দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবি রূপে জাতীয় পুরস্কারের পাশাপাশি ফিল্মফেয়ারে শ্রেষ্ঠ ছবি ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পায়। শর্মিলা ঠাকুর এই ছবিতে অভিনেত্রী রূপে জাতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে রৌপ্য কমল পান।

কেউ কেউ বলবেন গুলজারের ছবিগুলি কখনই ব্লকবাস্টার হয়নি। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না একটা বিশাল সংখ্যক মানুষকে তিনি প্রত্যেকটি ছবিতে হলে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। কারণ, সামাজিক জ্বলন্ত ইস্যুর পাশাপাশি মানব জীবনের টানাপোড়েনকে তিনি দক্ষ তুলিতে রূপালি ক্যানভাসে ফুটিয়েছেন। যেমন ধরুন, লিবাস ছবিটি। এক শহুরে দম্পতির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নিয়ে ছবি করাটা সেই আমলে ভারতীয় সমাজে ছিল রীতিমতো দুঃসাহসিক। মৌসম ছবিতে পতিতা কন্যার বাবার চরিত্র ভারতীয় ফিল্মে এক বিরল দৃষ্টান্ত। মাচিস ছবিতে যেভাবে সন্ত্রাসবাদের প্রেক্ষাপটে মানুষের জীবনকে দেখিয়েছেন তার তুলনা কোথায়। এইরকম আলোড়ন তুলে ছিল হুতুতু ছবিতে দুর্নীতি আর তার বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই নিয়ে। এই ছবিগুলিতে গুলজার তাঁর কাহিনী বর্ণনায় অনবদ্যভাবে ফ্ল্যাসব্যাককে ব্যবহার করেছেন। কোশিস, আঁধি, মৌসম, আঙুর, নমকিন ছবির সঞ্জীব কুমারকে তো সবাই ভাল অভিনেতা বলেই স্বীকার করেন। কিন্তু বেশকিছু তারকা তাঁর ছবির জন্যই অভিনেতা বলে সম্মান পেয়েছেন। যেমন, জিতেন্দ্র (পরিচয়, খুসবু ও কিনারা ছবিতে), বিনোদ খান্না (ছবি: আচানক, মীরা, লেকিন) এবং খুসবু, কিনারা, মীরা ছবির জন্য হেমামালিনী।

তবু গুলজার বলতেই আমাদের বার বার গানের কথাই আগে মনে হয়। ১১ বার ফিল্মফেয়ারে শ্রেষ্ঠ গীতিকারের সম্মান তিনি নিয়ে গিয়েছেন। কিশোর কুমার, লতা মঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে একগুচ্ছ গান তাঁর লেখা। তবু তাঁর নিজের প্রিয় মুসফির হু ইয়ারও (পরিচয়), তেরে বিনা জিন্দেগী সে কই (আঁধি), মেরে কুছ সামান (ইজাজত)। আসলে গুলজারের উপলব্ধি-আমরা যাই করি গান আমাদের জীবনের সর্বক্ষণের অঙ্গ। সে শোকের সময় হোক, আর সকালে পুজোর সময়ই হোক। সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে গোয়ালা দুধ দিতে আসুক আর ফকির গান গাইতে আসুক। কিংবা তোমার মা রান্না ঘরে খাবার বানাতে ব্যস্ত হন। সব জায়গাতেই গান আমাদের জীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে।

অন্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান:

দূরদর্শনে একাধিক সিরিয়াল এবং টেলিফিল্মে তিনি গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার-সংলাপ লেখকের কাজ করেছেন। এর মধ্যে বিখ্যাত নাসিরুদ্দিন শাহের অভিনীত ১৯৮৮ সালে মির্জা গালিব। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এই প্রথম গালিব নিয়ে ইতিহাস ভিত্তিক কাজ হল। এর আগে সিনেমায় যা হয়েছে তা অনেকটাই কাল্পনিক কাহিনীর ওপরে ভিত্তি করে। এছাড়া আছে জাঙ্গলবুক, অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড, গুচ্ছে, পোটলি বাবা কি। ক'দিন আগেই তিনি কারাদি টেলস নামে বাচ্চাদের জন্য একটি অডিও বই বার করেছেন। ভারত-পাকিস্তান শান্তির উদ্দেশে এক প্রচার মিশনের জন্য শঙ্কর মহাদেবন ও রাহাত ফতে আলি খানের সুরে লিখেছেন - 'নজর মে র‍্যাহতে হো'। এছাড়া জগজীত সিং-এর জন্য লিখেছেন অজস্র গজল।

পুরস্কার:

৪ বার শ্রেষ্ঠ সংলাপের জন্য ফিল্মফেয়ার ছাড়াও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জন্যও এই সম্মান পেয়েছেন। বেশ কয়েকবার পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। ২০০২-তে ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পান। ২০১০-এ জয় হো ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ গীতিকার রূপে বিশ্ববিখ্যাত অস্কার পুরস্কারে ভূষিত হন। এর মধ্যে ২০০৪-এ পেয়েছেন পদ্মভূষণ।

সাহিত্যিক:

শুধু তো গান ও ফিল্ম নয় একাধিক কবিতা বেরিয়েছে তাঁর স্বর্ণ কলম থেকে। ২০০২-তে এরজন্য পান সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার। জাতিতে ছিলেন পাঞ্জাবী। কাজের জন্য শিখেছিলেন হিন্দি ও উর্দু। কিন্তু তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল ব্রজভাষা, খড়িবলি, হরিয়ানি ও মাড়োয়ারি ভাষার মতো লোকভাষায়। তাই হয়ত ভারতীয়দের নানা স্তরের জীবনের সূক্ষ্মতাকে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর সৃষ্টির ক্যানভাসে। বাংলাতেও তাঁর ছিল সমান পদচারণা। সত্যিকারে রবীন্দ্র মগ্ন মানুষ বলতে যা বোঝায় তাই ছিলেন তিনি। রবীন্দ্র সাহিত্য ছাড়াও বাংলা সাহিত্য তিনি আক্ষরিক অর্থে তিনি গুলে খেয়েছেন। তবে অবশ্যই আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও তাঁর পাণ্ডিত্য ঈর্ষণীয়।

মানুষ গুলজার:

অভিনেত্রী রাখিকে বিয়ে করে বাংলার জামাই হয়েছিলেন বলে নয় তাঁর জীবনপরিক্রমার মধ্যেই ছিল এক অদ্ভুত বাঙালিয়ানা। বাঙালি সংস্কৃতির যে স্নিগ্ধতা ও একান্নবর্তী আড্ডার মেজাজ তা অদ্ভুতভাবে তাঁর মধ্যে ছিল জন্মগতভাবেই। তাই জন্মসূত্রে পাঞ্জাবী হলেও বলিউডে তাঁকে ধরা হয় বিমল রায়, হৃষিকেশ মুখার্জি, বাসু চ্যাটার্জি, বাসু ভট্টাচার্য ঘরানার চলচ্চিত্রকার।

তাই আজকে যখন বলিউডে আবার এক ঝাঁক তরুণ পরিচালক ও সঙ্গীতকার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তখন মেঘনা গুলজারের বাবা সম্পুরণ সিং কালরা ওরফে গুলজারের ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়াটা বাঙালি সংস্কৃতিরই সম্মান লাভ।

আর ডি বর্মনের সঙ্গে গুলজার

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

আলিপুর বার্তা ১৯ এপ্রিল - ২৫ এপ্রিল, ২০১৪

মেষ: শক্তি ও সামর্থের প্রতীক, আপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্যকারী হবে। মনের দুর্বলতা যতই থাকুক না কেন কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রকে যথেষ্ট প্রসারিত হবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি নির্ভয়ে করতে পারেন।

বৃষ: সামান্য বাধা এলেও ধীরে ধীরে তা অপসারিত হবে। আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য থাকবে না। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ব্যবসা ক্ষেত্রে আংশিক শুভ ফল পাওয়া যাবে। নতুন কাজের যোগাযোগ এখন আসবে না। অর্থনৈতিক বিষয়ে ব্যবসায় লাভবান হবেন।

মিথুন: জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে যাঁরা যুক্ত আছেন তাদের পক্ষে সময়টি শুভ হবে। সুনাম ও প্রতিষ্ঠার যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল হবে। কর্মে প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির যোগ বিদ্যমান আশাপূর্ণ সতেজ মন নিয়ে এগিয়ে চলুন।

কর্কট: সপ্তাহের শেষ দিকে থেকে ধীরে ধীরে ভাল ফল পাবেন। নিজের নীতির বাইরে অন্য কারও মত গ্রহণ করতে চাইবেন না। ব্যয়ভার সামলানো অনেক সময় সম্ভব হবে না। হার্টের রোগীরা একটু সাবধান থাকবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মন বসবে না।

সিংহ: নিজের ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। বুদ্ধির বলে, অনেক কৌশলে স্বকার্য সাধন করতে পারবেন। অন্যের বোঝা নিজের ঘাড়ে নেবেন না। শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে। গান-বাজনা বা শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করতে পারবেন।

কন্যা: রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে গিয়ে নিজের ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন। রক্তের উচ্চচাপের জন্য কষ্ট পাবেন। শিরঃপীড়া বা চক্ষুপীড়ার কারকতা রয়েছে। অর্থনৈতিক শুভ যোগ লক্ষিত হয়। অর্থ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে বাধার যোগ রয়েছে। দশের কাজে সুনাম।

তুলা: একাধিক সমস্যার মাধ্যমে চলতে হবে। এর মধ্যেও সুনাম ও সাফল্য অর্জনের কারকতা বিদ্যমান। বিবিধ কাজের মাধ্যমে নিজের সুনামকে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক: নিজের স্বার্থ সাধ্য অনুযায়ী চলতে না পারলে বিপাকে পড়ে যাবেন। ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বিপক্ষ দল চারিদিক থেকে ঘিরে ধরবে। নতুন কাজের যোগাযোগ ঘটবে। শিক্ষায় সাফল্য লাভ করবেন। ব্যয়ের আধিক্য থাকবে।

ধনু: মনের শান্তি বজায় রেখে চলার চেষ্টা করলেও অর্থনাশের প্রাধান্য রয়েছে। শিক্ষা সম্পর্কে শুভফলের যোগ লক্ষিত হয়। অন্যের মন্ত্রণা না শুনে নিজের পথে এগিয়ে যান, ভাল হবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ দেখা যাচ্ছে। জলপথে বিপদ।

মকর: মনের দৃঢ়তা অগ্রগতি ও সুনামে পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেশ ও দশের কাজে যথেষ্ট সুনাম পাবেন। হতাশার ক্ষেত্রেও আশার সঞ্চার হবে। জল ও তৈলজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায় লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকবে।

কুম্ভ: মনের বল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে ফিরে আসবে। শান্ত পরিবেশে থাকলে অসুস্থ স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার ঘটবে। লেখপড়ায় মনের মতো ফল পাওয়া যাবে। গৃহ-ভূমির ক্ষেত্রে শুভফল পাবেন। বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে উন্নতি।

মীন: মনের ইচ্ছাগুলি পূরণের পথে বাধার সৃষ্টি করবে, ব্যয়ের মাত্রা না কমলে অর্থনৈতিক চাপের সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের কারকতা বিদ্যমান। গৃহ-ভূমি কেনাবেচায় লাভবান।

বাঘের হানায় মৎস্যজীবী-মৃত্যু বেড়েই চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্যানিং মহকুমার পীরখালি অঞ্চলে বাঘের হানায় এক মৎস্যজীবী নিখোঁজ হলেন। বুধবার বাসন্তী থানার ঝড়খালী ত্রিদিবনগর শ্রীব্লক গ্রামের বাসিন্দা স্বপন রপ্তান-সহ দুই মৎস্যজীবী কাঁকড়া ধরতে যায়। যখন তাঁরা কাঁকড়া ধরতে ব্যস্ত তখন জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে এক ঝটকায় স্বপনকে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে যায়। সুন্দরবন ব্যঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর স্বপন মানকাড় জানান, বাঘের আক্রমণে মৎস্যজীবী নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়েছে। তবে ৩১ মার্চ থেকে মাছ ধরার বন্ধ করা আছে। এরা অবৈধভাবে মাছ-কাঁকড়া ধরছে। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে বনকর্মীরা পীরখালি এলাকায় গিয়েছে মৎস্যজীবীর খোঁজে। মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা জানিয়েছেন, ব্যাপারটি গুরুত্ব সহকারে বনদফতরকে দেখতে বলা হয়েছে। সুন্দরবন মৎস্যজীবী রক্ষা কমিটির সম্পাদক সুকান্ত সরকার বলেন, ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাস থেকে এ পর্যন্ত ১৮-২০ জনের মৃত্যু হয়েছে বাঘের আক্রমণে, জখম হয়েছেন ৭ জন। তবে বেসরকারি মতে মৃতের সংখ্যা প্রায় ৬০।

মাঙ্গলিকী

ক্লান্তির বন্ধন ভেঙে ছন্দের আনন্দ

ছন্দে গড়া খুশির ছড়া,
সুজিত দেবনাথ

গ্রন্থ সন্ধানী: সুজিত দেবনাথ-জয়ন্তী দেবনাথ। এক অসাধারণ মিশুকে দম্পতি। জয়ন্তী দেবনাথ সংসারের দেখভাল বজায় রেখেই সঙ্গীত চর্চায় নিয়োজিত প্রাণ। দুই ছেলেমেয়ে সায়ন ও চিত্রাঞ্জনা পড়াশোনা বজায় রেখে তারাও রয়েছে আবৃত্তি ও সঙ্গীত চর্চায়। আর সুজিত দেবনাথ এক আপন ভোলা সঙ্গীত শিল্পী, কবি ও ছড়াকার। মাঝে মাঝে এঁরা নেতাজী নগরে তাঁদের বাসভবনের দোতলার সুরম্য হল ঘরে বসান 'সাহিত্যসাথী'র আসর, সবাইকে আপন করে নেওয়া এই দম্পতির আমন্ত্রণে আসরে উপস্থিত হন প্রায় শতেক কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী। যাঁরা আসরকে করে তোলেন বর্ণময়। এইসব আসরেই সুজিত দেবনাথ শোনান সঙ্গীত, বহু প্রকাশিত অথবা নতুন রচিত কবিতা ও ছড়া। আবার ইদানীংকালে সুজিত দেবনাথের ছড়া মননশীলতায়, উপভোগ্যতায় তাঁর কবিতাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে তা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই কারণেই বহুজনের অনুরোধে তিনি তাঁর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত ছড়াগুলির মধ্যে থেকে সেরা মুক্তাগুলি চয়ন করে ছড়া প্রেমিকদের উপহার দিয়েছেন তাঁর বই, 'ছন্দের গড়া খুশির ছড়া'। বইটি প্রকাশ করার জন্য তিনি বইয়েতে 'লেখকের কথা' শিরোনামে প্রকাশককে ও বিভিন্ন সাথী কবি সাহিত্যিককে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি। কেন তিনি ছড়ায় বেশি মনোনিবেশ করেছেন তাঁর জবাবদিহি নিজেই করেছেন

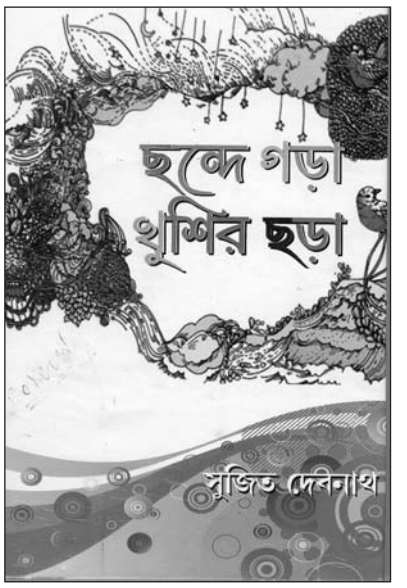

বইয়েতে তাঁর 'লেখকের কথায়'। 'আমরা এখন কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি, জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত। হাসতে প্রায় ভুলে যাই। এই মজার বা হাসির ছড়া পড়লে পাঠক-পাঠিকা আনন্দ পাবেন আশা করি।' সুজিত দেবনাথের এই বইয়ে সংকলিত ছড়াগুলি কেমন, তা বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন যিনি (আমার নিবেদন) সেই বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক প্রবীর জানার উক্তিতেই সেরা প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে চলার আলোক বর্তিকা দেখিয়ে আসছেন বহুদিন ধরে কবি, ছড়াকার, সাহিত্যিক সুজিত দেবনাথ। রকেট-দৌড় জীবন প্রবাহে আমরা হাসতে প্রায় ভুলে যাই। মজার ছড়া পড়লে বা বললে শরীরের এবং মনের ক্লান্তি দূর হয়। সুজিত দেবনাথের মজার মজার ছড়া সমস্ত শ্রেণির পাঠক-পাঠিকাকে আনন্দ দেবে আশা করি। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি হ্যাঁ তা দেবে...

এই সমালোচনার গোড়ায় সুজিত দেবনাথের যে মিশুকে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা খানিকটা 'ধানভানতে শিবের গীত' মনে হতে পারে। কিন্তু তা যে নয়, এটার প্রয়োজন ছিল, তা শ্রদ্ধেয় প্রবীর জানার কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে, 'সুজিত দেবনাথের মতো সাহিত্য প্রেমিক মানুষ খুব কমই চোখে পড়ে'। বইটির রামধনুরঙ সদৃশ মলাট, পাতায় পাতায় ছড়ার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সুব্রত ভদ্র'র কৌতুক সমৃদ্ধ সাদা-কালো স্কেচ (অবশ্যই আবোল-তাবোল-এর কথা মনে করিয়ে দেয়) বইটিকে দ্বিগুণ সমৃদ্ধ করেছে। বইটির বহুল প্রচার ঘটুক, বিভিন্ন জনের কণ্ঠে বিভিন্ন আসরে সুজিত দেবনাথের ছড়াগুলি শোনা যাক, আমরা সেই সংবাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

পুনশ্চ: বইটিতে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদও ঘটেছে। পরের সংস্করণে এগুলি নিশ্চয়ই ঠিক করে নেওয়া হবে।

যোগাযোগ: ৯৪৩২৩২৭১৪৫
প্রকাশক
ছায়া পাবলিকেশন
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

আলাপন মেলায় শব্দের ঝংকার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত পনেরো বছরের মতো এ-বছরও ১৯ ফেব্রুয়ারি বীরশিবপুর স্টেশন সংলগ্ন বিশাল প্রাঙ্গণে মেলার সঙ্গে সঙ্গে আলাপন মেলা কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে 'শব্দের ঝংকার'-এর শিল্পীবৃন্দ উপস্থিত হন সাংস্কৃতিক উৎসবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে গ্রামীণ মেলার গুরুত্ব এবং বাংলা ভাষার জন্য পুরুলিয়া থেকে শিলচর, ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি জায়গায় বাংলা ভাষাপ্রেমি আত্মনিয়োগ ও আত্মবলিদান বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ময়না কলেজের অধ্যক্ষ তথা 'শব্দের ঝংকার সাংস্কৃতিক সংসদ'-এর সভাপতি ড. অমরেন্দ্র নাথ বর্দ্ধন। শব্দের ঝংকার সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায় বক্তব্যের পর দুটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নবদ্বীপন সম্পাদক নিত্যানন্দ দাস, 'পদার্পণ' সম্পাদিকা শর্মিষ্ঠা মাজি, বিকাশ দাস, অদিতি রায়, ধ্রুবজ্যোতি রায়, আরতি দে, তাপস চট্টোপাধ্যায়, সুখময় দাস প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন 'শাশ্বত' সম্পাদক কৌশিক গৌতম।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান

হীরালাল চন্দ্র: ৩০ মার্চ ২০১৪, সন্ধ্যায় দমদম মতিঝিল কলেজে 'সঙ্গীত প্রিয় সংসদের' উদ্যোগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসরে বেহাগ রাগে খেয়াল সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ সুর। সঙ্গে কণ্ঠ, হারমোনিয়াম ও তবলা বাজান যথাক্রমে শ্রাবন্তী ব্যানার্জি, মধুমিতা ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চক্রবর্তী ও সমীর নন্দী। রাগেশ্রী রাগে সেতার বাজান সুপ্রতীক সেনগুপ্ত। সংস্থার পক্ষ থেকে বিশিষ্ট বর্ষীয়াণ সঙ্গীত শিল্পী কুবের সেনগুপ্তকে 'গুণীজন' সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অতিথি ছিলেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। পরিচালনা করেন সম্পাদক বিশ্বনাথ সুর। সঞ্চালনায় অভিজিৎ বিশ্বাস।

'স্বপ্ন রঙের মেয়েটা' এক ভিন্ন স্বাদের অ্যালবাম

ছবি: দেবাশিস দাস

চৈত্রের শেষ লগ্নের এক সন্ধ্যায় দক্ষিন কলকাতার গ্যালারি গোল্ডে নব রবিকিরণ ও শ্রী নিবাস মিউজিকের পক্ষ থেকে দেবদীপ-এর 'স্বপ্ন রঙের মেয়েটা' শীর্ষক আধুনিক বাংলা গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হয়। তরুণ শিল্পী দেবদীপের এটাই প্রথম অ্যালবাম। এই অ্যালবামে ৬টি গান আছে। যার কথা ও সুর সৃষ্টি দেবদীপ নিজেই করেছেন। প্রতিটি সুরের মধ্যে আলাদা মাধুর্য্য রয়েছে। বিশেষত 'তুমি কে', 'মোমবাতি', 'ধীরে ধীরে' গানগুলি কথা ও সুর চমৎকার।

এই প্রজন্মের তরুণতুর্কী দেবদীপের কন্ঠের অসাধারণ ব্যবহারে প্রতিটি গানই অন্য মাত্রা পেয়েছে। সঙ্গে তমালের চমৎকার অ্যারেঞ্জমেন্ট গানগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

'স্বপ্ন রঙের মেয়েটা' এই অ্যালবামটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সুরকার ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত, প্রখ্যাত সাংবাদিক রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী বিপ্লব দাশগুপ্ত এবং 'শহর' বাংলা ব্যান্ড প্রধান গায়ক অনিন্দ্য বসু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন রেশমী চ্যাটার্জি।

গণপিটুনিতে কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামনগর: গত সপ্তাহে রামনগর থানার ভাদুরা গ্রামে একটি জলসা দেখে রাতে ফিরছিল সফিকুল মোল্লা (১৪)। রাস্তায় কিছু মানুষ তাকে মোবাইল চোর বলে সন্দেহ করে গণপিটুনি দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী এসে সফিকুলকে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। জেলার পুলিশ সুপার জানান, এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং কিশোরের দেহ ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

জন্মশতবর্ষে সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মন

মানস চক্রবর্তী

১লা জানুয়ারি ১৯১৪ সালে পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে তিতাস নদীর তীরবর্তী 'গোকর্ণ' নামক গ্রামে এক দরিদ্র মালো পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিস্মৃত প্রায় এক মরমি সাহিত্যিক, তাঁর নাম অদ্বৈত মল্লবর্মন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইতাদি লেখার মাধ্যমে হাত পাকাতে শুরু করেছিলেন। বাল্য বয়সে 'সবুজ' নামক একটি দেওয়াল পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন বলে জানা যায়। মাইনর স্কুলে পড়ার সময় তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে চিরতরে হারান। প্রতিবেশীদের অর্থ সাহায্য ও প্রেরণায় ১৯৩৩ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তাঁর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও শিক্ষকরা উচ্চশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তাঁকে কুমিল্লা কলেজে ভর্তি করেছিলেন, কিন্তু নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য এই কলেজে তাঁর পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি। 'ত্রিপুরা' নামক একটি পত্রিকায় তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। এরপর সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিক 'নবশক্তি' পত্রিকার সহ-সম্পাদনার কাজে তিনি যুক্ত হন। নবশক্তি ছাড়াও তিনি আনন্দবাজার, বিশ্ববাণী, আজাদ, চতুর্থ দুনিয়াজা মোহাম্মদী, যুগান্তর, দেশ, কৃষক, নবযুগ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য নানা ধরনের লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি ছাড়াও তাঁর লেখা সাদা হাওয়া ও সাগরতীর্থ নামক দুটি পূর্ণঙ্গ উপন্যাসও কোনও কোনও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।

এছাড়াও তাঁর লেখা বেশ কয়েকটি ছোট গল্প নিয়ে সংকলন গ্রন্থ যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনই অন্য লেখকের লেখা জীবনতৃষ্ণা নামক একটি উপন্যাসেরও তিনি ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন যা 'থার্স্ট ফরলাইফ' নামে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এত কিছুর পরেও তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটিকেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে মনে করা হয়। এটি শুধু তাঁরই শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এটি একটি অন্যতম সম্পদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও এটি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। উপন্যাসটির মূল বিষয় হল দুরন্ত মেঘনার বুক থেকে উদ্ভুত মাঝারি মাপের তিতাস নদী ও এই নদীকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনা। আরও সহজ করে বলা যায় যে, প্রকৃতি ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সংঘাতে ক্রমশ মুছে আসা এক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কাহিনীই এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য। পূর্ববঙ্গের এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষরা 'মালো' নামে পরিচিত ছিল এবং লেখক নিজেও ছিলেন তাঁদেরই এক সহবাসী। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ভাগ্যের পরিহাসে এই উপন্যাসটির মুদ্রণ কপি দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

১৬ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে মাত্র সাঁইত্রিশ (৩৭) বছর বয়সে যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে তিনি অকালে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর পরে অর্থাৎ ১৯৫৬ (বাংলার ১৩৬৩) সালে উক্ত উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এরপর লেখক সম্পর্কে জানবার জন্য পাঠক সমাজে সৃষ্টি হয় চরম কৌতূহল। বর্তমান সাধারণ পাঠকের কাছে অদ্বৈত মল্লবর্মন খুব বেশি পরিচিত নন ঠিকই কিন্তু, তাঁর তিতাস একটি নদীর নাম একটি বিখ্যাত উপন্যাস। সমালোচক ও গবেষকরা তিতাস একটি নদীর নাম-এর সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, সমরেশ বসু'র গঙ্গা, আব্দুল-জব্বারের ইলিশমারির চর, দেবেশ রায়'র তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত ইত্যাদি নদীমাতৃক উপন্যাসগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে থাকেন। কিন্তু অন্য চারজন খ্যাতিনামা ঔপন্যাসিকের কেউই ব্যক্তিজীবনে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাই অদ্বৈত'র উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু অন্য চারজন খ্যাতিনামা ঔপন্যাসিকের কেউই ব্যক্তিজীবনে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তাই অদ্বৈত'র উপন্যাসে মৎস্যজীবীদের জীবন সংগ্রাম যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

১৯৬৩ সালে অভিনেতা ও নাট্যকার উৎপল দত্ত এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন ও পরিচালনা করেন। ১৯৭৩ সালে ঋত্বিক ঘটকের পরিচালনায় তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন হওয়ার ফলে বিপুল সাড়া পড়ে যায়। ১৯৯৩ সালে তিতাসের নাট্যরূপ দেন শান্তনু কায়সার।

মনজারুল আলমও এই উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। তবু এত কিছুর পরেও অদ্বৈত মল্লবর্মন তাঁর জন্মশতবর্ষে অনেকখানি উপেক্ষিত এবং অনাবিষ্কৃত। সমালোচিত হলেও একথা সত্য যে, তাঁর জীবনী সম্পর্কে বহু মিথ ও মনগড়া কাহিনীর প্রচলন আছে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তাই অদ্বৈত মল্লবর্মন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণ সাপেক্ষ তথ্য প্রকাশ হওয়া একান্তই জরুরী। আর সেটাই হবে তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলী।

মরদগুলো মদের টাকা হলেই কেটে পড়ে

(নয়ের পাতার পর)

চারদিক দুর্গন্ধময়। প্রতিদিন কলকাতা শহরের সমস্ত বাড়ি সেফটিক ট্যাঙ্ক খালি করে সেই ময়লা জল এখানেই ঢালা হয়। তাই জমি ও জলা জমি দুটোই উর্বর। জমিতে সব্জি চাষ আর ভেড়িতে মাছ চাষ করেন এখানকার অবস্থাপন্ন মানুষেরা। আর গরিব মানুষরা কাজ করেন শ্রমিক হিসেবে।

এই নোংরা ঘাঁটতে ঘাঁটতে এখানকার মানুষ নানা রোগের শিকার। যেমন, বহু মানুষ চামড়ার রোগে ভোগেন। অনেকের পেটের রোগ হয়। কেউ কেউ ধাপায় চাপা পড়ে মারা গিয়েছেন। অনেকসময় দুর্গন্ধযুক্ত মিথেন গ্যাস-এর বিস্ফোরণ ঘটে। এই কারণে মারা গিয়েছেন কেউ কেউ। কিন্তু সেইসব মৃত্যুর পরেও নতুন করে কিছু ভাবা যায়নি।

আসলে ভাবা হয়নি, এখানকার মানুষদের সম্বন্ধে। আর ভাবা হয়নি বলেই, এই এলাকায় শতকরা আশি ভাগ মানুষের ভোটের পরিচয় পত্র নেই, কোনও মানুষের বিপিএল কার্ড নেই। কেউ কোনওদিন বাড়ি তৈরির জন্য সরকারি অনুদান পাননি। মায়

জননী সুরক্ষা যোজনার টাকা পেতেও বিস্তর অসুবিধা। এখানে কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। তবে এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটি। জলের জন্য নলকূপ আছে। কিন্তু সে জল স্বাস্থ্যকর নয়। যাঁদের ক্ষমতা আছে তাঁরা বাইরে থেকে জল কিনে খান।

এখানকার মানুষের সরকারি সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ার কারণও অনেক। এরমধ্যে একটি হল, এখানকার কাউন্সিলার শম্ভুনাথ কাউ এখন জেলে, অনেকেক্ষেত্রেই কাউন্সিলারের সইয়ের অভাবে কাজ হয় না, বাড়ি তৈরির অনুদান না পাওয়ার কারণ, এঁদের জমির আইনি কাগজপত্র নেই, এই জমির পাট্টা মেলেনি।

কথাপ্রসঙ্গে অটোতে বসে এখানকার ৩০ খানিক বয়সের এক মহিলা বলছিলেন, 'এখানে থাকা যায় না। কোনওরকম উপায় নেই বলেই আছি।' এইভাবেই আছেন প্রায় ৫০০ পরিবার। এঁরা ২৫-৩০ বছর আগে এসেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন জায়গা থেকে। এঁদের বেশিরভাগ মানুষের পদবি মণ্ডল।

বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নোংরা ক্যানেল। সেই ক্যানেলের জলেই স্নান করতে হয়। ক্যানেলের ওপর কারও কারও রান্না ঘর।

ওর পাশেই খাটা পায়খানা। একেবারে গায়ে গায়ে। বিজ্ঞাপনের ফ্লেক্সটা দিয়ে সেটা খানিকটা ঢাকার চেষ্টা হয়েছে বটে। কিন্তু বাঁশ সহ ফ্লেক্সটা ঝুলে পড়েছে। লজ্জা কিংবা স্বাস্থ্য কোনওটাই রাখঢাকের উপায় নেই।

এই নিরুপায় অবস্থাতে শিশুরা সবথেকে বেশি বিপন্ন। তাদের সামনে কোনও স্বপ্ন নেই। নেই তাদের বর্তমানও।

তাই তো একজন সমাজকর্মী বলেছিলেন, 'সন্ধ্যা হলেই বহু বাচ্চা ছুরি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারা ছিনতাই করে।' তাদেরকে মূল স্রোতে ফেরানোর দাবি করেন তিনি। দাবি করেননি, তবে আর্জি জানিয়েছেন, সেই মানুষটি, যিনি পুলিশের ভয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসেছিলেন। তিনি বলেছিলেন -

- ভেড়ির এই অংশটা বিক্রি হবে। আপনার হাতে লোক আছে?

- বিক্রি হলে আপনার কী লাভ?

- কিছু টাকা দালালিতে পাব। সেই টাকায় বড়লোক হয়ে যাব।

- বড়লোক হয়ে কী করবেন?

- একটা মোটর সাইকেল কিনব। খুব জোরে ভঁ ভঁ করে চালাব (হাতে এক্সিলেটর ঘুরিয়ে দেখান)। লোকে বলবে, এই দেখ বড়লোক যাচ্ছে।

মধ্যপঞ্চাশের লোকটির এখন স্বপ্ন একটাই। স্বপ্নহীন খানাবেড়িয়ার মানুষটির এই স্বপ্ন নতুনভাবে ভাবতে শেখায়। কিন্তু বাঁচতে কি শেখায়? তাহলে তো ফেরার সময় যিনি সঙ্গে হাঁটছিলেন, তিনি বাঁচার কথা বলতেন। তিনি বলছিলেন, 'আমাদের জন্য কেউ ভাবে না। আমাদের বাচ্চাগুলোকে কেউ দেখে না। আমরা এইভাবেই মরে যাব।'

আবার বাঁচার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন এখানকার অটো চালকরা এবং কিছু মানুষ। তাঁরা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অটো চালানো বন্ধ করে পার্টির মিটিং করতে যাবেন। চিংড়িঘাটায় এসে দেখলাম স্লোগান শুরু হয়েছে।

ভাগ্যিস আগেভাগে চলে এসেছি, না হলে তো...।

C M Y K

গ্রামের হলেও শহর থেকে এগিয়ে

জাকির হোসেন ইন্সটিটিউট অব পলিটেকনিক

গ্রাম: হাপানিয়া (ঔরঙ্গাবাদ),
পোস্ট: দাফাহাট
মুর্শিদাবাদ, ৭৪২২৪
ফোন নং: ০৯৭৩৫২৪১০২৮

- অত্যাধুনিক বিল্ডিং
- ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি
- ভাল খেলার মাঠ
- হোস্টেলের ব্যবস্থা

কোর্স শেষে প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা

নতুন ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স চালু হলেও অনাদায়ী ঋণ বড়ো কাঁটা

অনিমেষ সাহা

এই কিছুদিন আগে চিটফাণ্ডের এদোঁ গলি থেকে পিঁপড়ের মতো বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল সাধারণ মানুষ। অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা সেবিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চিটফাণ্ডের রমরমা ব্যবসায় এখন ভাঁটার টান। তবে বিমল জালান কমিটির হাত ধরে 'আইডিএফসি' এবং 'বন্ধন' যখন ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স পেল তখন একথা প্রমাণিত হতে চলেছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ধীরে ধীরে ভারতীয় আর্থিক ক্ষেত্রে এক বড় ধরনের রদবদল করতে চলেছে।

সেই রদবদলে বড় চমক হল অনিল আম্বানি, রাহুল বাজাজ এবং আদিত্য বিড়লাদের দৌড়ে বসিয়ে চন্দ্রশেখর ঘোষকে তুলে নিয়ে আসা। কলকাতায় এই সংস্থাটি ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে নিজেদের ব্যবসা বাড়িয়েছে। বিমল জালান সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এলটি ফাইনান্স বা রিলায়েন্স ক্যাপিটালের থেকে তার বন্ধন এবং আইডিএফসি-কে তার গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে কারণ, তারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। বন্ধন সাধারণ মানুষের মধ্যে ঋণ দিয়ে তাদের বাজি সহযোগী হয় তারপর আবার তা সুদ সহকারে ফিরে এসে নিজেদের

বাণিজ্য বাড়িয়েছে। ২০০২ সালে যাত্রা শুরু করে বন্ধন ২০১৬টি শাখা তৈরি করেছে। তাদের ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ৫৪ লক্ষ। ২০১৩-১৪ সালরে অর্থবর্ষে ৯১০০ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে।

আইডিএফসি' পরিকাঠামোর উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চেন্নাইতে ১৯৯৭ সালে কাজ শুরু করার সময় তাদের উদ্দেশ্যই ছিল দেশের পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে তারা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। তাদের এগজিকিউটিভ চেয়ারম্যান রাজীব লাল জানান, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই উদ্যোগকে তারা সফল করে। তবে এই সাফল্য বা বিফলতার জন্য তাদের ১৮ মাস সময় দিয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির যে সমস্যা এতদিন ধরে দেশের আর্থিক ক্ষেত্রে মাথা ব্যথা তা হল অনাদায়ী সম্পদ।

তবে সে বেসরকারি সংস্থাগুলি যদি তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের নিয়ম শিথিল করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তবে হিতে বিপরীত হতে পারে।

তাতে এই সংস্থাগুলো কীভাবে সমাধান করবে তাও দেখাবে। কিছুদিন আগেই স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান চেয়েছেন তাদের অনাদায়ী সম্পদ বেচে টাকা তুলবেন। যে বিশাল অঙ্কের টাকা তাদেরই শুধু নয়, সমস্ত ব্যাঙ্কেরই টাকা বাইরে পড়ে আছে তা চিন্তার বিষয়। দেখা গিয়েছে সরকারি ব্যাঙ্কের তুলনায় বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলো গ্রাহক ধরা ও ব্যবসা সম্প্রসারণের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋণ দিয়েছে। তার জন্য তারা এতই উদার যে, তাদের নিয়মের ফাঁক দিয়ে বহু মানুষ টাকা ফেরত না দিয়ে বসে আছে। যার ফলে সেই অনাদায়ী ঋণ বোঝা হয়ে বসে আছে। এই সমস্ত ব্যাঙ্কগুলির ওপর সুলভে ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ব্যবসা বা নির্মাণ কার্যে ছলচাতুরি করে ঋণ নিয়ে তা ফিরিয়ে না দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সতর্ক হওয়া উচিত নতুন যে ব্যাঙ্ককে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে তাতে যেন তারা আরও বেশি সতর্ক হয়। কারণ, দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে ব্যাঙ্কিংয়ের আওতায় নিয়ে আসতে হলে শুধুমাত্র সরকারি নয় বেসরকারি উদ্যোগ অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সে বেসরকারি

সংস্থাগুলি যদি তাদের ব্যবসার সম্প্রসারণের নিয়ম শিথিল করে মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে তবে হিতে বিপরীত হতে পারে। যে টাকা তারা বাজার থেকে সংগ্রহ করবে তা ফেরত দেওয়ার তাদের দায়িত্ব রয়েছে।

এতদিন সাধারণ মানুষ প্রচুর নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থার ওপর মানুষ আস্থা রেখেছে। তার ফলও তারা পেয়েছে নেতিবাচক। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই উদ্যোগের ফলে এই নতুন সংস্থাগুলিকে আরও শক্ত নিয়মের মোড়কে বেঁধে ফেলা হবে তার সঙ্গে লেনদেন সংক্রান্ত ক্ষেত্রের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নজরদারি থাকবে। তাছাড়া বেসরকারি ক্ষেত্রগুলিতে পরিষেবাও আরও উন্নতমানের হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর জানান, আগামী দিনে আবার ব্যাঙ্কিং লাইসেন্সের আবেদন নেওয়া হবে। অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আগামী দিনে নতুন মোড় নেবে। কিন্তু না আঁচালে বিশ্বাস নেই। কারণ, যেভাবে একদিকে ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে সংযুক্তিকরণের কথা বলা হচ্ছে আর অন্যদিকে বেসরকারি ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে, তাতে সমস্ত পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবে পরিণত হবে, তা অবশ্য স্পষ্ট করে নতুন ব্যাঙ্কগুলির কাজ শুরু হবার পর

দ্বিমত ফুটবল মহলে

ষোলো পাতার পর

আবার এই লিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন গোলকিপার শিবাজী ব্যানার্জি। তাঁর মতে, 'এই লিগ চালু করে ভারতীয় ফুটবলের একবিন্দু উন্নতি হবে না। কোটি কোটি টাকার খেলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। বিশ্বের প্রথমসারির কোনও খেলোয়াড় এখানে খেলতে আসবে না। যারা আসবে তারা সবাই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির খেলোয়াড়। কোম্পানীগুলো টিম করে কিছু মুনাফা লুটবে মাত্র। ভারতীয় ফুটবলকে সার্কাসে পরিণত করা হচ্ছে। সামনেই এশিয়ান গেমস আছে। সেখানেই দেখবেন ভারতীয় দলের কি স্থান হয়। দেশের ফুটবল পরিকাঠামোর উন্নয়ন না করে এইসব লিগ চালু করে খেলোয়াড়দেরকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।

এতো বেশি মাত্রায় খেলার ফলে খেলোয়াড়রা আর সেইভাবে নিজেদের সেরাটা দিতে পারছে না। ফুটবল বা ফুটবলারদের নিয়ে প্রশাসনিক ব্যক্তিরা কেউ ভাবেন না। এই প্রখর তাপে দুপুর আড়াইটার সময় আইলিগের ম্যাচ খেলা হয়। এর থেকে বড় মর্মান্তিক ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না। ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রে এই নতুন লিগ কোনও নতুন রাস্তা দেখাবে বলে মনে হয় না।'

অর্ধসমাপ্ত মার্কেটে মশার উৎপাত

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা: যারা এ মহানগরীর মশা-মাছি ধ্বংসের কাজে নিয়োজিত তাদের বাজারেই মশা অত্যাচারে ও দুর্গন্ধে ব্যবসায়ীদের থেকে আশেপাশের বাসিন্দাদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে বলে অভিযোগ। প্রস্তাবিত মার্কেটের নোংরা জল ও আবর্জনার স্তূপেই ওই মশাদের আঁতুরঘর। যার ফলেই এই নাজেহাল অবস্থা। জল নিষ্কাশনের কোনও সুব্যবস্থা বর্তমানে সবক'টি ব্লকে না থাকায় অর্ধসমাপ্ত মার্কেটের আনাচে কানাচে খানা খন্দে বৃষ্টির জল ও অন্যান্য লোংরা জল জমে কার্যত জলাশয়ের রূপ নিয়েছে। ২০০৭ থেকে এই 'বর্ণপরিচয়' (কলেজ স্ট্রিট মার্কেট) মার্কেটটি বিবিধ কারণে আজও পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারছে না। ফলস্বরূপ, বাজারটি নির্মীয়মাণ অবস্থায় থাকায় মশার অত্যাচার ও দুর্গন্ধের বাড়বাড়ন্ত।

সমস্যার কথা স্থানীয় সিপিআই(এম) দলের পুরপ্রতিনিধি মহঃ জসিমুদ্দিন নির্মীয়মাণ মার্কেটের ভিতরে নোংরা জল জমে থাকার কথা পুর প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পুরকর্মীরা মশার লার্ভা ধ্বংসের তেল ব্যবহার করতে এলেও তাঁরা ওই নির্মাণের ভিতরে ঢুকতে চান না। যদিও পুর বাজার দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ জানান, এ-বিষয়ে তাঁর কাছে কোনও অভিযোগ আসেনি। কেউ এ-বিষয়ে অভিযোগ করলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চিকিৎসায় গাফিলতি হলে কোথায় জানাবেন ?

১) কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন, ভবানীভবন, আলিপুর, কলকাতা- ৭০০ ০২৭।

২) ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন, ভবানীভবন (গ্রাউন্ড ফ্লোর), আলিপুর, কলকাতা- ৭০০ ০২৭।

৩) নার্স সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে: রেজিস্ট্রার ওয়েস্টবেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল, ৮ লায়ন্স রেঞ্জ, ফোর্থ ফ্লোর, মিত্রা বিল্ডিং (বিবাদিবাগ), কলকাতা - ৭০০ ০০১।

৪) ওষুধ দোকান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে: ডাইরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোল, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, পি-১৬, কেআইটি বিল্ডিং, ফিফথ ফ্লোর, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩। (সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের কাছে)।

৫) আয়ুর্বেদিক দোকান সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে: ডাইরেক্টর আইএসএন ড্রাগ কন্ট্রোল, ২০৫ বিবেকানন্দ রোড (মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্ক চত্বরে)।

এজেন্ট চাই

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যারা আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে চান সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ফোন করুন এই নাম্বারে ঃ

৯৮৭৪০১৭৭১৬

গ্রাহক হোন

আলিপুর বার্তার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সত্বর যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে।

৯৮৭৪০১৭৭১৬

পরিষেবা

হাসপাতালের নম্বর

এসএসকেএম-২২০৪ ১১০০
আরএন টেগর-২৪৩৬৪০০০
এনআরএস-২২৬৫২২১৪
রামকৃষ্ণমিশন সেবা প্রতিষ্ঠান-২৪৭৫৩৬৩৬-৯
ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ-২২৮৯৭১২২-২৩
মেডিকেল কলেজ-২২৪১৪৯০১
আরজিকর-২৫৫৫৭৬৭৫
বাঙ্গুর-২৪৭৩৩৩৫৪
শম্ভুনাথ পণ্ডিত-২৩০২২৮০০
পিয়ারলেস-২৪৬২২৩৯৪
নাইটিঙ্গেল-২২৮২৭৪৬২
শুশ্রুত-২৩৫৮০২০১
রুবি জেনারেল-৩৯৮৭১৮০০
বিএম বিড়লা-২৪৫৬৭৮৯০
অ্যাপেলো গ্লেনিগালস-২৩২০২১২২
বিপি পোদ্দার-২৪৪৫৮৯০১
ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক-২৬৪৪৫৫১৬

অ্যাম্বুলেন্স

লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
রানি রাসমনি মিশন ২৪৩১৯৮৮৫
চেতলা বস্তি উন্নয়ন ২৪৪৯০২৮৬
ডঃ বিধানরায় মেমোরিয়াল-২৫৭৪৯৭৩৮
দিগন্ত-২৪৭৪৫৪৫৫
মেডিকেল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
মাতৃসঙ্ঘ জনকল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
তালতলা পিপি-২২৬৫-৩২৩৯
রাতের ওষুধ এবং অক্সিজেন
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৫৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যালকাটা ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

ল্যান্ডফোনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নম্বরের আগে ০৩৩ বসবে।

আইএসএল নিয়ে দু'ধরনের মত ফুটবল মহলে

অভিমন্যু দাস

শুধুই কি স্মৃতি হয়ে থাকবে

এবারে ইস্টবেঙ্গল মাঠে বারপুজো। ছবি: ফেসবুক থেকে

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ফুটবলে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটবে। আইএমজি আয়োজিত ইন্ডিয়ান সুপার লিগ ফুটবলের সূচনা হবে। ৮টি দলকে নিয়ে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৮টি দল কেনার জন্য কার্যত টাকার থলি নিয়ে হাজির হয়েছে কর্পোরেট জগৎ, লগ্নি বিশেষজ্ঞ, নামী অ্যাকাউন্ট্যান্ট সবাই। ৩টি টিম কিনতে টাকা ঢেলেছে টিভি নেটওয়ার্ক বা মিডিয়া সংস্থা। ভারত তথা বিশ্বের আইকন ক্রিকেটার সচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলী বা বলিউড তারকা রণবীর কাপুর, সলমন খান, জন আব্রাহামরা বিভিন্ন দলের অন্যতম সব ফ্র্যাঞ্চাইজি।

সেপ্টেম্বরে যে লিগ চালু হতে চলেছে তার পরিকাঠামো কি হবে তা নিয়ে যথেষ্ট ধোঁয়াশা আছে। তবুও আইএসএল দু-তিন বছরের মধ্যে লাভজনক হবে ধরে নিয়ে টাকা বিনিয়োগ করেছেন বেণু গোপাল ধুত, হর্ষ নেওটিয়া, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা, শ্রীনিবাসন ডেম্পো, সালগাওকারের মতো দেশের বিখ্যাত শিল্পপতিরা এবং সানগ্রুপ, ডেনগ্রুপের মতো বড় বড় কর্পোরেট সংস্থা।

দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার অর্থের টুর্নামেন্ট আইলিগের বহু দল স্পনসরের অভাবে ধুঁকছে। মাত্র কয়েকবছর আগে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরের বছরই মাহিন্দ্রা ফুটবল দল তুলে দেয়। পাঞ্জাবের জেসিটির মতো পুরনো ঐতিহ্যশালী দল আর্থিক কারণে ফুটবল দল তুলে দিয়েছে। স্পনসর এবং বিপণনের অভাবে দক্ষিণ ভারতের একসময়ের জনপ্রিয় ক্লাব টাইটেনিয়াম, আইটিআই, এসবিটি বা কোচি এফসি উঠে গিয়েছে বা টিমটিম করে জ্বলছে। সারা দেশের কয়েক কোটি সমর্থকের ক্লাব মহামেডানের কোনও স্পনসর নেই। কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্লাব চলছে। গতবছরের আইলিগে চতুর্থ স্থান পাওয়া ক্লাব ইউনাইটেড স্পোর্টস স্পনসর ছাড়া চলছে। ক্লাব কর্তারা বিভিন্ন কর্পোরেটের দরজায় দরজায় ঘুরেও এখনও পর্যন্ত কোনও স্পনসর যোগাড় করতে পারেননি।

সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে তিনমাসের এই টুর্ণামেন্ট আইএসএল কতটা কার্যকরী হবে তা নিয়ে বাংলার ফুটবল মহলে ইতিমধ্যেই আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব কল্যাণ মজুমদার মনে করছেন ভারতীয় ফুটবলকে ধ্বংস করে দেবে এই আইএসএল। তাঁর মতে, 'এখনও পর্যন্ত এর কোনও পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি। কিছু লোকের প্রচুর টাকা আছে তা ব্যয় করতে চাইছে। তাঁতে ভারতীয় ফুটবলের কোনও উন্নতি হবে না। ফুটবলকে খনি ভেবে খনন কার্য শুরু করেছে। ভাবছেন প্রচুর হীরে জহরৎ পাওয়া যাবে। বিরাট মুনাফা হবে। আইপিএল ক্রিকেট করে কি ভারতীয় ক্রিকেটের কোনও বিরাট উন্নতি হয়েছে? হয়নি। ফুটবলকে একটা সার্কাস খেলায় পরিণত করা হচ্ছে। আমাদের দেশে সর্বত্রই দুর্নীতি ছেয়ে রয়েছে। মাত্র ৬ বছরের আইপিএল ক্রিকেটেও প্রচুর দুর্নীতি ধরা পড়েছে। এখানেও তাই হবে। আগামী দিনে দেখা যাবে আরও বড় দুর্নীতি এই লিগকে ঘিরে গড়ে উঠবে। ম্যাচ গড়াপেটাও হবে। ভারতীয় ফুটবলের কোনও উন্নতি হবে না।' আবার আইএসএল নিয়ে উচ্ছসিত বেশ কিছু প্রাক্তণ প্রবীণ কোচ ও ফুটবলার। ভারতীয় ফুটবলে ডায়মন্ড সিস্টেম প্রবর্তক বর্ষিয়ান কোচ অমল দত্ত সৌরভ গাঙ্গুলীর কলকাতার টিম কেনার ব্যাপারে খুবই আনন্দিত। তার মতে, 'অনেকে অনেক কিছু বললেও সৌরভ-শচীনের হাত ধরে ভারত তথা বাংলার ফুটবলের উন্নতিই হবে। যে ছেলে ১৫ বছর ধরে সফলতার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং পাঁচ পছর দেশের সফল ক্যাপ্টেন ছিল সে যখন কোনও দল কিনছে তখন সে কোনও কিছু না বুঝে কিনবে না। এক্ষেত্রেও সে সমানভাবেই সফল হবে বলে মনে করি। ভারতীয় ফুটবলের ক্ষেত্রেও সৌরভ-শচীনদের অন্তর্ভূক্তি যথেষ্ট কার্যকর হবে।'

বর্ষীয়ান অমল দত্তকে সমর্থন করেই ভারতের এক অলিম্পিয়ান চুণী গোস্বামী মনে করছেন, 'আইএসএলের হাত ধরেই ভারতীয় ফুটবলে আধুনিকতা আসবে।' তাঁর মতে, 'দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান-ডেম্পো-চার্চিল-সালগাওকর নিয়ে অনেক কচকচানি করে কি লাভ হল? দেশের ফুটবল কি এক পা এগোতে পেরেছে? পুরনো সিস্টেম থেকে বেরিয়ে এসে একটা নতুন সিস্টেমকে ধরলে কি ক্ষতি হবে? বরং তাঁকে স্বাগত জানানো উচিত। আসলে যে পেশাদার মনোভাব নিয়ে ভারতীয় ফুটবলের টুর্নামেন্টগুলোর চলা উচিত ছিল তা কিন্তু হয়নি। আইলিগ শুরুর সময় যতটা আশাবাদী ছিলাম আজ কিন্তু ততটা আশাপূর্ণ করতে পারেনি আইলিগ। নির্দিষ্ট কয়েকটা ক্লাবের মধ্যে আইলিগ সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আসমুদ্র হিমাচল জুড়ে ফুটবল সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এই নতুন টুর্নামেন্ট হলে সেই জনচেতনা বাড়বে। এই নতুন লিগটা ঠিকঠাক চললে আমাদের দেশের ফুটবলের ছবিটাই পাল্টে যাবে মনে করি। পাশাপাশি একটা ব্যাপার প্রথমেই উঠে আসছে তা হল দুর্নীতি। ম্যাচ গড়াপেটার মতন সংক্রমণ এই লিগে যাতে না হয় সেই দিকে প্রশাসনকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আইপিএল ক্রিকেটের দুর্নীতি দেখেই কিন্তু এদের সূচনা হচ্ছে। তাই দক্ষ প্রশাসনের হাতে ব্যাপারটা থাকলে মনে হয় না এই ভাইরাস এখানে কিছু করতে পারবে।'

এই প্রজন্মের দুই তারকা ফুটবলার মেহেতাব হোসেন ও রহিম নবি কিন্তু আইএসএল-এর পক্ষেই রায় দিয়েছেন। মেহেতাবের মতে, 'এবার ফুটবল খেলেও যে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করা যায় তা অভিভাবকরা ছোটদের বোঝাবেন।' আর নবি বলছেন, 'এই লিগ চালু হলে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু নতুন প্রতিভা উঠে আসবে। যা দেশের ফুটবলের ক্ষেত্রে মঙ্গলকর।'

(এরপর পনেরো পাতায়)

বাঙালির স্বপ্ন এখন দানা বাঁধছে কিশোরী ঋতুপর্ণার র‍্যাকেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি: হলদিয়ার মহানন্দ ও অনন্যা দাসের কন্যার আগ্রহ ছিল টেবিল টেনিস খেলার। কিন্তু টেবিলে যে হাতই পায় না পাঁচ বছরের মেয়েটি। তাই তার কাকা ধরে নিয়ে এলেন ব্যাডমিন্টন কোর্টে। এখানেও তো নেট আছে, র‍্যাকেট আছে। ব্যাস, তারপর থেকেই আর ব্যাডমিন্টন কোর্ট ছেড়ে নড়ানো যায় না মেয়েকে। ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত'র কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০০৪ সালে এক সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারলেও খুদে প্রতিভাটিকে কেউ গুরুত্ব দেননি তখন। ২০০৬ সালে মেদিনীপুরের এক টুর্নামেন্টে বাদল ভট্টাচার্য ও লাল্টু গুহ তার প্রতিভা দেখে নিয়ে আসেন কলকাতায়। সে বছরই এজ গ্রুপে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হল ঋতুপর্ণা দাস। এরপর ২০০৮ সালে পাটনায় অনুর্ধ্ব ১৩ জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শিপে চোখে পড়ে গেল জহুরী গোপীচন্দ্রের। ১২ বছরের ঋতুপর্ণা পাটনায় খেতাব জেতার পর তাঁকে নিজের একাডেমিতে নিয়ে যেতে চাইলেন তিনি। ওইটুকু মেয়েকে ছেড়ে দিতে মা একটু ভয় পেলেও বাবা মহানন্দ দাস কিন্তু এককথায় সুযোগটি লুফে নিয়ে ছিলেন। এবার শুরু হল এগিয়ে চলার তপস্যা।

গাচ্চিবাউলির কারখানা

হ্যাঁ, কারখানাই বটে। ৫ একর জমি নিয়ে তৈরি হয়েছে গোপীচন্দ্রের গুরুকুল। যেখান থেকে তৈরি হয়েছেন সাইনা নেহয়াল, পিভি সিন্ধু'র মতো আজকের বিশ্বজয়ীরা। কারখানা চালু হয় ভোর ৪টে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা অবধি চলে দফায় দফায় নানা ধরনের ট্রেনিং। ৯ বছর বয়সী ঋতুপর্ণা এসে দেখল ভোরে ঘুম থেকে উঠে কোর্টে ঢোকার আগে প্রথমে প্রণাম করতে হয়। তারপর সমবেত জাতীয় সঙ্গীতে গলা মেলান সবচেয়ে বয়জেষ্ঠ খেলোয়াড় থেকে সদ্য ট্রেনিং নিতে আসা শিশুটিও। প্রাক্টিস কোর্ট উচ্চতায় ৪২ ফুট, চওড়ায় ২৭০ ফুট। গোটা ভারত থেকে আজ সকলে আসতে চাইলেও সাধারণত ১৫০'র বেশি শিক্ষার্থী রাখেন না গোপী। ব্যাডমিন্টনের পাশাপাশি অ্যাথলেটিক্স, ফুটবল, ইন্ডোর গেমস, সাঁতার চলে খেলার বৈচিত্র বাড়াতে। সবচেয়ে বড় কথা ভারতের শ্রেষ্ঠ তথা বিশ্বের সেরা চ্যালেঞ্জারদের সঙ্গে প্রাক্টিস করার সুযোগ পাওয়া যায়। মোট ৪০ জন কোচ রয়েছেন। হোস্টেলের দোতালায় থাকে মেয়েরা, ছেলেরা থাকে তিন তলায়। পিভি সিন্ধু এখনও হায়দ্রাবাদে এলে নিয়মিত এসে প্রাক্টিস করেন শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

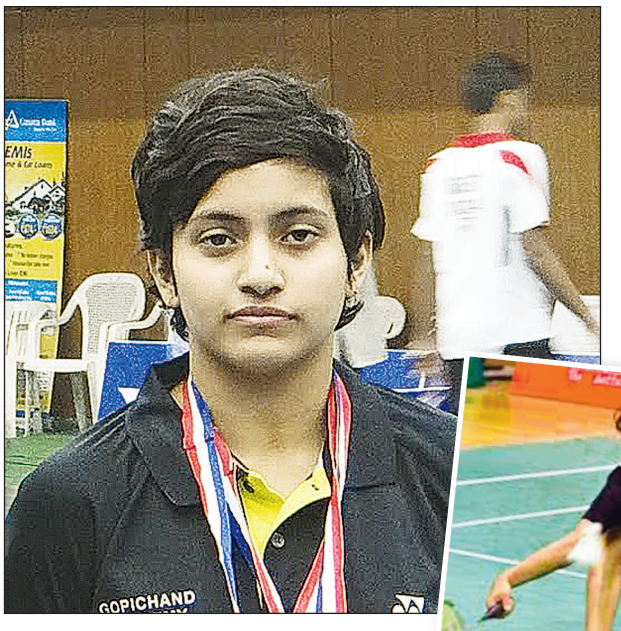

পাশাপাশি পড়াশোনাতেও পিছিয়ে নেই ঋতুপর্ণা। মুক্ত বিদ্যালয়ে ভারতীয় বিদ্যাভবনে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন মাধ্যমিক পাশ করার পর। ইচ্ছে ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়ার। ২০১১ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সেই জয়পুরে অনুর্ধ্ব ১৭-তে চ্যাম্পিয়ন হন। এর আগে জাপান থেকে নিজের এজ গ্রুপে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে আসেন। এরপর মস্কোতে ডাবলসে ব্রোঞ্জ পান। ২০১২তে জাপান মিটে আবার ব্রোঞ্জ। জুনিয়র বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৮ নম্বর স্থানে পৌঁছেছিলেন তিনি। সবচেয়ে বড় সাফল্য এল এ বছর। সাড়ে ১৭ বছর বয়সে এ বছর হয়েছেন জাতীয় জুনিয়র মহিলা চ্যাম্পিয়ন এবং সিনিয়র মহিলা চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স।

একদা সাহিত্যিক মতি নন্দী কোনিকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সফল করতে বাংলা থেকে পর পর এসেছেন জ্যোতির্ময়ী সিকদার, সোমা বিশ্বাস, দোলা ব্যানার্জি, মহুয়া দাস, পৌলমী ঘটক, ঝুলন ব্যানার্জিরা। তবে এদের ছাপিয়ে আরও অনেক দূর পৌঁছাবেন ঋতুপর্ণা যদি অলিম্পিক প্রাঙ্গণে বিজয়ী পোডিয়ামে উঠে স্টেডিয়ামে মিউজিক সিস্টেমে বাজিয়ে দিতে পারেন জনগণমন। তবে যাইহোক, ঋতুপর্ণা যদি অন্তত সাইনা নেহয়ালের জায়গায় পৌঁছাতে পারেন তবে আর কেউ বলতে পারবে না ব্যাডমিন্টন খেলাটা বাঙালির শুধু শীত সন্ধ্যের সৌখিনতা নয়। সুযোগ আর পরিকাঠামো পেলে প্রকাশ পাড়ুকোনদের দেশের পতাকা বাঙালিও বহন করতে পারে।

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রক**ঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।